সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান

ও আলোর পথযাত্রী

এ যে রাত্রি এখানে থেমো না

রাজ্যব্যাপী তীব্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন ২৭-৩০ ডিসেম্বর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অশোকনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র দেশের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ অপেক্ষা করছিলেন এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভেদ করে প্রভাতী সোনালী আলোর পথে এগিয়ে চলার সংগ্রামী দৃপ্ত ঘোষণার দিকে। এই সম্মেলন সফলভাবেই পরিস্থিতির নানান চড়াই-উতরাইকে পর্যালোচনা করে আগামীদিনে বৃহত্তর সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তোলার ঐক্যবদ্ধ শপথ গ্রহণ করেছে।

উদ্বোধনী অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের সূচনাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে ঠিক বেলা ১১টায় সম্মেলনের

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ

প্রতিনিধিবৃন্দ, দর্শক প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবক সহ অনুগামী কর্মচারীদের নিয়ে দুই সহস্রাধিক সংগ্রামী মানুষের বর্ণাঢ্য শ্লোগান মুখরিত

নবনির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য

মিছিল (কমরেড ভবতোষ রায় নগর) অশোকনগরে এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলের শুরুতেই ছিল রক্ত পতাকাবাহী ১৭টি মোটর সাইকেল। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যানার সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও অতিথিবৃন্দ। অভ্যর্থনা কমিটির ব্যানার সহ মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ এবং এরপর ছিল ১৮টি জেলা

উদ্বোধক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. সুবিমল সেন

কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের ব্যানার সহ প্রতিনিধিবৃন্দ, ৩৩টি অন্তর্ভুক্ত সমিতির ব্যানার সহ সমিতিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ। রক্তপতাকা এবং বডি পোষ্টারে সুসজ্জিত শ্লোগান মুখরিত দৃপ্ত মিছিলকে সম্মেলনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ও সাফল্য কামনা করে সম্বর্ধিত করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির প্রবীন সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এবং ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের স্থানীয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়

বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোকনগরের মানুষের এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উৎসাহ এবং নীরব শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের উদ্দীপ্ত করেছে।

বিভিন্ন গণসংগঠন ও স্থানীয় মানুষের শুভেচ্ছায় অনুপ্রাণিত মিছিল শেষ হয় শহীদ সদনের পাশে নির্মিত শহীদ বেদীর সামনে। সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র।

সংগঠনের দীর্ঘ ৫৭ বছরের দৃপ্ত সংগ্রামী পদচারণায় ঘাতক বাহিনীর নির্মম আক্রমণে নিহত এবং অসুস্থতা জনিত কারণে প্রয়াত কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রথমেই শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র, এরপর পুষ্পস্তবক প্রদান করেন বিশিষ্ট সমাজ। বিজ্ঞানী মহতী সম্মেলনের সম্মানীয় উদ্বোধক ড. সুবিমল সেন, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ত্রয়—স্মরজিৎ রায় চৌধুরী, মলয় রায়, জ্যোতি প্রসাদ বসু, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাম্মানিক সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ কমিটির সভাপতি এবং সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য সুভাষ সাহা, ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ কমিটির প্রাক্তন

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ড. পবিত্র সরকার

সাধারণ সম্পাদক অমল চ্যাটার্জী, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর বাগচী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, ১২ই জুলাই কমিটির কার্যকরী কমিটির সদস্য দিলীপ রায়, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্ভিক মজুমদার, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের পক্ষে, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর পক্ষে গৌতম মুখার্জী, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক অশোক চক্রবর্তী, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য, সংগ্রামী হাতিয়ার-এর প্রাক্তন সম্পাদক শুভাশীষ গুপ্ত, কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা শিখা মুখার্জী, অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক খগেন নাগ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতা দিলীপ ঘোষ, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক অধীর চ্যাটার্জী, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য শাখার পক্ষে মানব চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক জয়দেব দাশগুপ্ত।

রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন সভাপতি অশোক পাত্র

সপ্তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা ১টায় কমরেড চুনীলাল চক্রবর্তী মঞ্চে (শহীদ সদন)। শুরুতেই সংগঠনের সভাপতি অশোক পাত্র ও সহ-সভাপতিত্রয়—চুনীলাল মুখার্জী, অলোক

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
জানুয়ারি ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
দ্বিচত্বারিংশত্তম বর্ষ ◻ নবম সংখ্যা ◻ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

সফল হল সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মত একটি ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী সংগঠনের কাছে সম্মেলন কোন রিচুয়াল বা আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়। গঠনতান্ত্রিক বিধান মেনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর (এক্ষেত্রে তিন বছর) সম্মেলন করতে হবে বলেই করা হল, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মচারী-প্রতিনিধিরা এলেন, কয়েকটা দিন একসাথে থাকলেন, বিক্ষিপ্ত কিছু ভাষণ ও আলোচনা হল, ভালো-মন্দ খাওয়া দাওয়া হল, ইতি-উতি কিছু বিচ্ছিন্ন আন্দোলন কর্মসূচী গৃহীত হল এবং আবার সবাই যে যার জায়গায় ফিরে গেলেন—না, সম্মেলন এমন কোনো দিশাহীন 'গেট-টুগেদার' নয়। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংগ্রাম-আন্দোলনের অভিমুখ নির্ণয়ের জন্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রথমত, অনুগামী কর্মচারী সমাজের বৃত্তিগত চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে এবং পেশাগত নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রামের যে বহুমাত্রিক কর্মসূচী বিগত সময়কালে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা কতখানি ফলদায়ী হয়েছে তার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রশ্নে অর্জিত সাফল্যগুলিকে সংগঠনের অভ্যন্তরে সংহত করা এবং ত্রুটি-দুর্বলতা-ঘাটতি থাকলে তা কাটিয়ে ওঠার পথও অন্বেষণ করা হয় সম্মেলন মঞ্চ থেকে। দ্বিতীয়ত, লড়াই-আন্দোলনের হাতিয়ার যে সংগঠন তা যথেষ্ট পরিমাণে মজবুত রয়েছে কিনা, তাকে আরও বেশি মজবুত করার জন্য কি কি করা প্রয়োজন তারও রূপরেখা নির্ধারিত হয় সম্মেলনেই। তৃতীয়ত, জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত, তেমনই সংগঠনের কাঠামো গড়ে ওঠে বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলির সমন্বয়ে। জীবকোষের সজীবতা যেমন নির্ভর করে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেনের সরবরাহের ওপর, তেমনই সাংগঠনিক কোষ যে কমিটিগুলি, সেগুলির সজীবতা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চার ওপর। আর দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ প্রতিভাত হয় সম্মেলন মঞ্চেই। চতুর্থত, কালের নিয়মেই প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারী সমাজের প্রজন্মান্তর ঘটে। এক প্রজন্ম অবসর গ্রহণ করে চলে যান, নবীন প্রজন্ম তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন। প্রজন্মান্তরের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে কর্মী-সংগঠক-নেতৃত্বের স্তরেও। সম্মেলনই হল সেই মঞ্চ যেখানে প্রবীণ নেতৃত্ব তাঁদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার ঝুলি সহ ব্যাটন তুলে দেন নবীনতর নেতৃত্বের হাতে। কাধেঁ হাত রেখে বলেন চরৈবেতি, চরৈবেতি......'মাইলস্ টু গো বিফোর ইউ স্লিপ।'

বুকভরা গর্ব নিয়ে, জোর গলায় একথা আমরা আজ ঘোষণা করতে পারি—উল্লিখিত প্রতিটি মাপকাঠির নিরিখেই আরও একবার সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত হল আমাদের রাজ্য সম্মেলন তথা সম্মেলনের সমগ্র প্রক্রিয়া। বিপুল অধ্যবসায়, নিখুঁত পরিকল্পনা, উন্নত চেতনা, তীক্ষ্ণ মেধা ও স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলার সমন্বয়ে বহু বাধাকে অতিক্রম করে একটা বিশাল কর্মযজ্ঞকে কিভাবে ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে সুসম্পন্ন করা যায়, উত্তর ২৪ পরগণার অশোক নগরের বুকে তার নিদর্শন স্থাপন করল সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন। সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তখন প্রকৃতি তার হিমেল চাদর বিছিয়ে দিয়েছে মাথার ওপর। কিন্তু সেই হিমেল পরশ ভেদ করতে পারে নি সম্মেলনের উত্তাপের আবরণকে। কারণ সম্মেলনের উত্তাপ সৃষ্টি হয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন উপাদানের সংঘাতের মধ্য দিয়ে। আর এই উপাদানগুলির মধ্যে নেতি'র মাত্রা যদি ইতি'র তুলনায় বেশি হয়, তাহলে দহনের তীব্রতাও অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় উত্তপ্ততর হয়ে ওঠে সম্মেলন মঞ্চ।

এই বর্ধিত উত্তাপের আঁচ ছিল সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের গোটা অবয়ব জুড়েই। কারণ কর্মচারী সমাজ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন, সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যেই 'নেতি'র মাত্রা প্রবল। সারা বিশ্বে, আমাদের দেশে, এই রাজ্যে সর্বত্রই নিরুপদ্রবে, নিশ্চিন্তে দিন গুজরানের বাস্তবতা ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হতে হতে অন্তর্হিত হতে চলেছে। এক সর্বগ্রাসী সংকটের মুখোমুখি কর্মচারী সমাজ তথা জনসাধারণ। এমন সংকটময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক নিয়মেই উদ্বেগ ও শঙ্কার জন্ম দেয়। কিন্তু উদ্বেগ ও শঙ্কাকে জয় করে বুকভরা সাহস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় সৃষ্টি করে সংগঠন। প্রত্যয়ের প্রদীপে সলতে পাকানোর কাজটা ধারাবাহিক কার্যক্রম, যা চলে প্রতিনিয়ত। কিন্তু সলতেটা প্রজ্জ্বলিত হয় সম্মেলন মঞ্চেই। এর থেকে ঠিকরে বেরানো আলোতে আলোকিত হয় আঁধার ভেদ করা সঙ্কল্পের পথ। এই নিরিখেও সঠিক তানে সুর বাঁধতে পেরেছে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন। কিন্তু সমস্যাটা চিহ্নিত হল, পথটাও খোঁজা গেল, লক্ষ্যটাও স্থির—শুধু এটুকুই কি যথেষ্ট? না। সংগঠন-আন্দোলন-ঐক্য-চেতনার চতুর্ভুজে একে ধারণ করে অগ্রসর হওয়াই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন সহস্র-অযুত কর্মী-সংগঠকের কাছে পাঠিয়েছে 'ওয়েক-আপ কল'—'সাহসী, চেতনা সমৃদ্ধ, আত্মত্যাগী মানসিকতা এবং প্রত্যয় নিয়ে সংগঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে'।

যে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে থেকে কলমপেষা মজুরের কাজ করেন কর্মচারীরা, তা যদি কর্মচারীবান্ধব না হয়, তাহলে যে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে হয়, এর কোন অতীত অভিজ্ঞতা বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারী কর্মী সংগঠকদের নেই। এমন পরিস্থিতিতে অ-কর্ষিত মনন হতাশা, বিহ্বলতা, ভীরুতা, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি আগাছার জন্ম দেয়। সংগঠনের দায়িত্ব অ-কর্ষিত মনন-জমিনের আগাছাগুলিকে সাফ করে, সমাজবিজ্ঞানের প্রগতিবাদী চিন্তার জল সিঞ্চন করে নীতি-আদর্শের হাল চালিয়ে জীবন জয়ের সঙ্কল্পের সোনার ফসল ফলানো। সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অর্জুনের মতই সেই লক্ষ্যভেদে সফল হয়েছে। যা মূর্ত হয়েছে তার আহ্বানে—'ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানে থেমো না।...' কারণ রাতের অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়। রাতের অন্ধকার ভেদ করে পূবের আকাশে আবার আলো ফুটবেই। আজ, নয়ত কাল। সপ্তদশ সম্মেলনের প্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণাও তো তাই। □

—১৬ জানুয়ারি ২০১৪

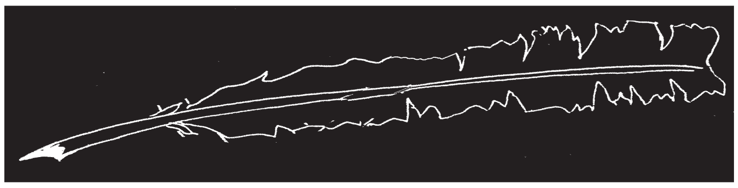

সখা, নৈতিকতা কাহারে কয়?

বিগত প্রায় তিনবৎসর যাবৎ, আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলিলে বলা যায়, বিগত পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গবাসী বহুবিধ নূতন নূতন, অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাবলীর সম্মুখীন হইতেছেন। সেগুলির অধিকাংশই, বলা বাহুল্য ন্যক্কারজনক এবং জনমানসে ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে। তথাপি স্বীকার করিতেই হয়, সংখ্যায় অতি সামান্য হইলেও, এমনও কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যেগুলি প্রবল ত্রাসের পরিমণ্ডলেও 'কমিক রিলিফ'-এর ন্যায় ঝিলিক মারিতেছে।

অতি সম্প্রতি তেমনই একটি হর্ষ-উদ্রেককারী ঘটনা তথা নাট্যকলা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইলেন অভাগা বঙ্গবাসী। স্বভাবতই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে বঙ্গেশ্বরী নির্দেশিত বঙ্গীয় সরকার প্রযোজিত হাস্যরসে পরিপূর্ণ নাটকটির সারৎসার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু মূল প্রতিপাদ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ গৌরচন্দ্রিকা নিতান্তই প্রয়োজন। বিগত তিন বৎসরে হাস্যরসাত্মক যে কয়েকটি পালা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হইয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই মাননীয়া প্রশাসনিক কর্ত্রী স্বয়ং মুখ্যভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার পারিষদ মন্ত্রীমণ্ডলীর অপরাপর সদস্যবৃন্দের ভূমিকা কার্যত যাত্রাপালায় মঞ্চ পার্শ্বস্থ কনসার্ট টিমের ন্যায় প্যাঁ-পোঁ, ঝণাৎ ঝণাৎ করিবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই।

আলোচ্য নাট্যটির শিরোনাম হইল, 'কর্মনিপুণতার মূল্যায়ণ'। যথারীতি মূল্যায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন মাননীয়া স্বয়ং এবং সম্ভবত নিরপেক্ষতার স্বার্থেই (!) তাঁর স্বীয় পরিচালনাধীন এগারোটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরকে এই মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। নিন্দুকেরা অবশ্য কহিতেছেন নিজ মুখে নিজ ব্যর্থতার দায় স্বীকার করিবার বিড়ম্বনা এড়াইতেই তিনি স্বয়ং শুধুমাত্র পরীক্ষক, পরীক্ষার্থী নন। যদিও সরকারের মুখ্য প্রতিনিধির পরিচালনাধীন দপ্তরগুলিকে বিযুক্ত করিয়া কিভাবে সরকারের কর্মদক্ষতার সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভব, তাহাও এক পরমাশ্চর্য বিষয়। এযেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বাংলা, ইংরাজী ও গণিতে নম্বর প্রদান না করিয়াই সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষণা করিবার নামান্তর মাত্র। যাহাই হউক, 'একুশে আইন'-এর রাজ্যে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখাটি সতত দৃশ্যমান নহে!

তথাপি নাট্যটির 'ক্লাইম্যাক্স' ইহা নহে। উক্ত নাট্যকলা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যাহাদের আমন্ত্রণ (অথবা নির্দেশ) জানানো হইয়াছিল, সেই মিডিয়া গোষ্ঠী ও আমলাবর্গ মুগ্ধ বিস্ময়ে শিহরিত হইয়া উঠেন যখন মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ঘোষণা করেন, মূল্যায়ণ পত্রে শিল্প দপ্তরের দায়িত্বে থাকা জনৈক মন্ত্রীমহাশয় তাঁহার দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং শূন্য পাইয়াছেন। প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে সশব্দে বাজ পড়িলেও সম্ভবত দর্শককূল এতখানি স্তম্ভিত হইতেন না। কারণ উক্ত মন্ত্রীমহাশয় দীর্ঘদিন যাবৎ মাননীয়া পরীক্ষকের শ্রদ্ধাবনত অনুচর রূপেই খ্যাত। তাঁহার নিজস্বতার কোন বহিঃপ্রকাশ কখনই রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেন নাই। ঠিক যেমন মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্রের একান্ত অনুচর ছিলেন গন্ধমাদন খ্যাত....। এহেন বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গীকে শূন্য প্রদান করিয়া এবং তাঁহাকে শিল্প দপ্তরের দায়িত্ব হইতে অপসারিত করিয়া, উপস্থিত বশংবদ সংবাদমাধ্যমের প্রবল করতালিও কুড়াইলেন বিস্তর। কিয়ৎকাল যাবৎ সম্পাদকীয়-উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এহেন সুমহান নিরপেক্ষতার চর্চাও হইল প্রবল। কিন্তু অকস্মাতই ঝুলি হইতে মার্জারটি লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। আত্মপ্রকাশ করিয়াই মার্জারটি ঘোষণা করিল, 'ওহে নমনীয় মেরুদন্ডধারী মিডিয়া পতিগণ, উদ্বাহুনৃত্য বন্ধ করুন। শিল্পমন্ত্রীর অপসারণের পশ্চাতে নৈতিকতা-নিরপেক্ষতা খুঁজিবার বৃথা চেষ্টা করিবেন না। প্রকৃত কারণ হইল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ও বেসরকারী সংস্থা রিলায়েন্স গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে মাননীয়া রিলায়েন্স-পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহিয়া ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী সাহস করিয়া স্বভাববিরুদ্ধভাবে অন্যমত পোষণ করিয়াছিলেন। ফলত, 'হীরক রাজা (পড়ুন 'রানী')'-র দেশে ভিন্নমত পোষণ করিবার শাস্তি যাহা প্রাপ্য তাহাই জুটিয়াছে শিল্পমন্ত্রীর ললাটে। মার্জারের মুখনিঃসৃত গোপন রহস্য সত্য প্রমাণিত হইল যখন রিলায়েন্স কর্ণধারের পরম মিত্র, এবং বণিক গোষ্ঠীর পূর্বতন প্রতিনিধি রাজ্যের বর্তমান বিত্তমন্ত্রী শিল্পদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বভাবতই পরীক্ষক মহোদয়ার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দ্রুত আপলোড হইবে তাঁহার বাণী, নৈতিকতা-নিরপেক্ষতা কাহারে কয়? সে তো কেবলই বলিতে হয় (মানিতে হয় না)। এমনটাই বঙ্গবাসী প্রত্যাশা করিতেছেন। □

২ মাঘ, ১৪২০

শোকসংবাদ

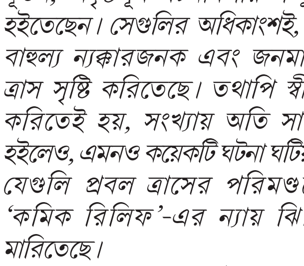

কালী ঘোষ

শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কালী ঘোষ গত ২৮ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন।

সি আই টি ইউ-র জন্মলগ্ন থেকেই তিনি একজন দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮০ সালে সি আই টি ইউ'র রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হন। ২০০৩ সাল থেকে তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কিত শ্রম আইনগুলি ছিল তাঁর নখদর্পনে।

জন্ম ১৯৩০ সালে। কলকাতা হাইড রোডের সোনাই দিঘিতে। পিতা ছিলেন শৈলজাকান্ত ঘোষ ও মাতা সুষমা ঘোষ। শিক্ষান্তে বামপন্থী মনন নিয়ে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আন্দোলনের গোড়ার দিকেই তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে দমদম-বসিরহাট মামলায় বিনাবিচারে এক বছরের বেশি সময়কাল তাঁকে জেলে থাকতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ই এস আই-র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। কমরেড কালী ঘোষ সংগঠনের বিগত ষোড়শ রাজ্য সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রেখেছিলেন। □

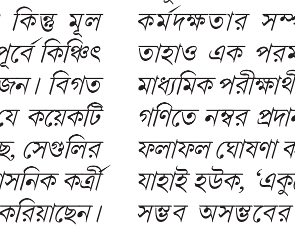

শৈলেন সরকার

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও মালদহ জেলার প্রবীন সি পি আই(এম) নেতা কমরেড শৈলেন সরকার গত ৩১ ডিসেম্বর সকালে মালদহ শহরের একটি নার্সিংহোমে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর স্ত্রী কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। শারীরিক কারণে তিনি ২০১২ সালে সি পি আই(এম)-র রাজ্য কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন। তিনি ছিলেন মালদহ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীরও সদস্য। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। মালদহ জেলার সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে তিনি এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪০ সালের ১৮ই জুলাই অধুনা বাংলা দেশের বরিশালে তাঁর জন্ম। ১৯৬৫ সালে ভারতরক্ষা আইনে তাঁকে ১৬ মাস জেলে থাকতে হয়।

তিনি বিধানসভায় ৫বার নির্বাচিত হন। ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭, ২০০১ ও ২০০৬ সালে। তিনি প্রথমে পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন পরে পরিবেশ ও পরিষদীয় দপ্তরের মন্ত্রী হন। □

মৃণাল দাস

শ্রমিক নেতা ও সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মৃণাল দাস ৪ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। ছাত্রজীবন থেকেই বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে অসংগঠিত শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন। রেলওয়ে কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, হকার্স, মুটিয়া-মজদুর, রিকশা ভ্যানচালক, পৌরকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ও বিভিন্ন অসংগঠিত অংশে তিনি কর্মরত শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

১৯৪৮ সালের ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশের খুলনায় তার জন্ম। তাঁর সাংগঠনিক জীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি এস এফ আই-র রাজ্য সম্পাদক, সি আই টি ইউ-র রাজ্য কমিটির অন্যতম সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, কন্যা ও জামাতাকে। □

ইউসেবিও

গত ৬ জানুয়ারি ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে চারটেয় ইউসেবিও হৃদরোগে প্রয়াত হয়েছেন। ফুটবল প্রেমীদের কাছে তাঁর পরিচিতি ছিল ব্ল্যাকপান্থার ও ব্ল্যাক পার্ল হিসাবে।

পূর্ব আফ্রিকার (তখন মোজাম্বিক) এক গরিব পরিবারে জন্ম। ১৯৬৬-তে বিশ্বকাপের কথা বললেই ইউসেবিওর কথাই মনে আসে। সেবার পর্তুগাল চ্যাম্পিয়ান হতে পারেনি। কিন্তু ইউসেবিওর ফুটবল শৈলী মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এমন কি ১৯৬৬-র বিশ্বকাপে তাঁর অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের বাধ্য করেছিল ফুটবল সম্রাট পেলের সাথে তাঁকে তুলনা করতে।

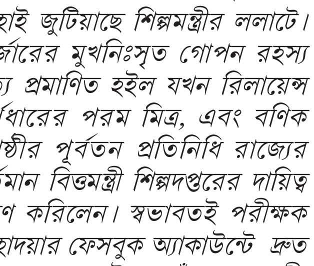

৭২৭টি ম্যাচে ৭১৫টি গোল—এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, তিনি ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্ট্রাইকার। ১৯৭৯ সালে তিনি ফুটবলকে বিদায় জানান। □

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

রাজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনেই সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশের অব্যবহিত পরেই মোট ৩৪টি প্রস্তাব সম্বলিত খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। প্রস্তাবগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অপর সহ-সম্পাদক প্রদীপ নাগ। প্রস্তাবগুলি হল—

১. সর্বভারতীয় দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে।
২. রাজ্যস্তরের দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে।
৩. পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে।
৪. সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে।
৫. জোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতির পরিবর্তনের বিরুদ্ধে।
৬. বুর্জোয়া প্রচার-মাধ্যমের জনবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে।
৭. পরিবেশ দূষণ ও ভূ-উষ্ণায়ণ প্রসঙ্গে।
৮. কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে।
৯. অসামরিক পরমাণু চুক্তি ও দায়বদ্ধতা বিলের বিরুদ্ধে।
১০. খুচরো ব্যবসায় দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে।
১১. পেনশন ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ ও প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে।
১২. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থা রক্ষার দাবীতে।
১৩. অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার দাবীতে।
১৪. সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে।
১৫. সন্ত্রাসবাদ, জাতপাত ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে।
১৬. আমূল ভূমিসংস্কারের দাবীতে।
১৭. কৃষি ও কৃষকের স্বার্থরক্ষার দাবীতে।
১৮. সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে।
১৯. বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবীতে।
২০. উচ্চশিক্ষায় বিদেশী পুঁজি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে।
২১. নিরক্ষতা দূরীকরণ ও স্বাক্ষরতা প্রসার প্রসঙ্গে।
২২. অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ও সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে।
২৩. চা-শিল্পে সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে।
২৪. রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ ও ক্ষমতার দাবীতে এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবীতে।
২৫. বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য ও গ্রামীণ উন্নয়নের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে এবং বর্তমান রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধ্বংস করার বিরুদ্ধে।
২৬. রাজ্যে শিল্পায়নের দাবীতে ও উন্নয়ন বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে।
২৭. বর্তমান রাজ্য সরকারের শ্রমিক কর্মচারী ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে।
২৮. সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার প্রদানের দাবীতে।
২৯. পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চক্রান্তের বিরুদ্ধে।
৩০. প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের অশুভ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে।
৩১. প্রশাসনে নিয়মানুবর্তিতা, ন্যস্ত দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে।
৩২. রাজ্য প্রশাসনে বাংলা ভাষা ও দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকায় নেপালী ভাষা চালু করার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে।
৩৩. নারী সমাজ ও শ্রমজীবী নারী প্রসঙ্গে।
৩৪. নারী নির্যাতন ও নারীসমাজের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে।

সম্মেলন থেকে ৩৪টি প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়াও সম্মেলনের শেষ লগ্নে আগামী তিন বছরের আন্দোলনের সূচীমুখ নির্ধারণের জন্য 'আগামী কার্যক্রম সম্পর্কে নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব' উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রণব চট্টোপাধ্যায়। এই প্রস্তাবটিও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হল। □

কুমকুম মিত্র, শুভেন্দু মাণিক্য সেনগুপ্ত

জলপাইগুড়িতে প্রাণঘাতী বিস্ফোরণ

গত ২৬ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি শহরে এক ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন দশজন। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ জলপাইগুড়ি শহরের বজরাপাড়া ধরধরা সেতুর ওপরে এই শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এদিনই ছিল উগ্রপন্থী সংগঠন কেএলও-র 'শহীদ দিবস'। এই ঘটনার দায় এড়াতে কেএলও বিবৃতি দিলেও পুলিশের সন্দেহের তীর তাদের দিকেই। ২৭ তারিখ সকাল থেকেই দফায় দফায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশের অফিসার ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা আইএনএ এবং রাজ্য পুলিশের সিআইডি'র গোয়েন্দারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আই ই ডি বিস্ফোরক ব্যবহার করেই এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে তাঁদের অনুমান।

বিবিধ দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যম এবং সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, মাস ছয়েক আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায় প্রচারে এসে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে কেএলও-র অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন এবং কেএলও-র অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমগ্র বিষয়কে প্রধান বিরোধীদলের চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন। পক্ষান্তরে রাজ্যে পুলিশ ও গোয়েন্দাবিভাগের কাছে ছিল ভিন্ন রিপোর্ট। আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, মালদহ সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কেএলও-র সক্রিয়তা বৃদ্ধির তথ্য ইতিপূর্বেই গোয়েন্দারা সরকারকে জানিয়েছিল। সাম্প্রতিক এই বিস্ফোরণের ঘটনার পরে অবশ্য কোনও রাখঢাক না রেখেই পুলিশের আই জি (উত্তরবঙ্গ) শশীকান্ত পূজারিয়া এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী গৌতম দেব বলেছেন যে কেএলও-র সন্ত্রাসবাদীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 'প্রধান বিরোধী দলের চক্রান্ত' শীর্ষক গল্পের ফানুস তাঁরা নিজেরাই নিজেদের হাতে ফাটিয়েছেন!

গত বছর ১৪ আগস্ট আসাম সীমান্তের কাছে কুমারগ্রাম ব্লকের বারোভিসায় যাত্রীবাহী বাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল কেএলও। এর আগে কুমারগ্রামের সঙ্কোশ নদীর ধারে কেএলও-র অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশও পাওয়া গেছিল। এমনকি পুরনো মালদহ, বামনগোলা, হবিবপুর ও গাজোল ব্লকে কেএলও নেতা মালখান সিং-এর নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা নাশকতার সুযোগ খুঁজছে বলেও পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট রিপোর্ট ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাবেই ঘটে গেল এই প্রাণঘাতী বিস্ফোরণ। □

অরিন্দম ব্যানার্জী

আগামী কার্যক্রম সম্পর্কে নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সমাপ্তির পথে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিদের প্রাণবন্ত আলোচনা ও সাধারণ সম্পাদকের জবাবী ভাষণের মধ্য দিয়ে আগামী তিন বছরের জন্য সংগঠন-আন্দোলন-ঐক্য-চেতনার অভিমুখ নির্দিষ্টকরণ হয়েছে। এখন তা রূপায়ণ করতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও পদক্ষেপ সমূহকে চূড়ান্ত করতে হবে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বা অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলির নেতৃত্বের স্তরে প্রজন্মগত রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া বিগত কয়েক বছর ধরে চলছিল তা পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলন ও ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত অনেকটা পূর্ণতা পেয়েছিল। তবে একাজ এখন ধারাবাহিকভাবেই করে যেতে হবে। বিগত দুটি রাজ্য সম্মেলনে নবীন প্রজন্মকে যেমন নেতৃত্বে আসীন করানো হয়েছিল তেমনি তাঁদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে প্রবীণরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নবীন ও প্রবীণ পরস্পর শুধুমাত্র পরিপূরক বিকল্প হিসাবে নয়। নবীনের গতিশীলতা, সৃজনশীলতা ও ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতার সাথে প্রবীণদের বিপুল সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে সমন্বিত করেই বিগত সময়কালে সংগঠন পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও পরবর্তীতে আরও সুসংহত সমন্বয় সৃষ্টি করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান শক্তি হচ্ছে সংখ্যা। বিগত চার দশকের অধিককাল ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রবলভাবে কার্যকরী হওয়ায় এই সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে। এর পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর বিন্যাসের মধ্যেও ঘটে চলেছে বিপুল পরিবর্তন। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে বিভিন্ন দপ্তরে সীমিত সংখ্যায় হলেও শূন্যপদে স্থায়ী ধরনের কর্মচারী নিয়োগ হয়ে চলেছিল ধারাবাহিকভাবেই। বর্তমানে বিগত আড়াই বছর যাবৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যা সম্পূর্ণতই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলত অবসরজনিত কারণে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত ও অর্থানুকূল্যে পরিচালিত নির্দিষ্ট সময়সীমা ভিত্তিক প্রকল্পগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে চুক্তি ও ঠিকাপ্রথায় নিয়োগ চলছিল। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজ্য সরকার প্রশাসনের স্থায়ী পদগুলিতেও চুক্তির মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগ করতে শুরু করেছে। এদের একটা অংশ সাধারণ কর্মচারী হলেও, অপর একটা অংশ শিক্ষিত এবং উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অধিকারী। পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এঁদের সংগঠিত করার উদ্যোগ সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির পক্ষ থেকে উক্ত যুবক-যুবতীদের চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্তিকরণ এবং পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা-অনিশ্চিয়তার প্রশ্নে নানান ধরনের সংশয় ও দোলাচল সৃষ্টি করায় তারা অসংগঠিত হয়ে আছেন, বিগত সময়ে অনিয়মিত কর্মচারীদের যে চার/পাঁচটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল বা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত/সহযোগী সমিতিগুলির কয়েকটি সমিতির মধ্যে সরাসরি সদস্যভুক্তি করা হয়েছিল, তা এখন পরিস্থিতিজনিত কারণে অনেকটা যোগাযোগহীনতার সমস্যার মধ্যে রয়েছে। তাই উক্ত কর্মচারীদের সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সদস্যভুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির এখনই নিয়মাবলীর পরিবর্তন না করে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তেই তা করতে হবে।

নিযুক্তি যে পথেই হোক না কেন— বিগত দু'দশকের অধিককাল ধরে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, নয়া উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের নীতিতে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়েছে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসাবে রাজ্য প্রশাসনেও। নতুন যুগ ব্যবস্থার অগ্রদূত হিসাবে নতুন মানসিকতা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন প্রজন্মের কর্মচারীরা প্রবেশ করেছেন প্রশাসনে। নব্য উদারনীতির প্রভাবে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মনোজগতের পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটছে উচ্চমধ্যবিত্তদের দৈনন্দিন জীবনেও ব্যাপকভাবে। নিম্নমধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে তুলনায় কম হলেও তা অনুভূত হচ্ছে। এর প্রভাব সংগঠন আন্দোলনেও পড়ছে। তাই আজকের দিনে সংগঠন আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারণে এই বিষয়টিকে অবশ্যই চর্চার মধ্যে আনতে হবে।

বিভেদকামী ও বিরোধী সংগঠনগুলির আওতাভুক্ত এবং অসংগঠিত কর্মচারীদের সদস্যভুক্তির সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে আরও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বিগত সময়কালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নীতি ও আদর্শের দিক থেকে কাছাকাছি এবং অধিকাংশ সময়েই সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে থাকে এমন সংগঠনগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সহ রাজ্য সরকার পোষিত সমস্ত সংস্থা সমূহের কর্মচারীদের নিয়ে সংগ্রাম-আন্দোলনের কর্মসূচীগুলিতে ব্যাপকতর ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোগকে আরও বৃদ্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্তরে নয় জেলা-মহকুমা-ব্লক স্তরেও এই উদ্যোগকে অব্যাহত রাখতে হবে।

বর্তমান সময়ে বিশ্বপুঁজিবাদের দীর্ঘস্থায়ী গভীর সংকটের দায় শ্রমজীবী জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বব্যাপী খেটে খাওয়া মানুষ এক বিপুল সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন এবং আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি পরিচালিত নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের আক্রমণ পর্যায়ক্রমে বেড়েই চলেছে। অপরদিকে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী জনগণ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ-আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। জাতীয় স্তরে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি রক্ষার সংগ্রাম খুবই জরুরী। রাজ্যস্তরে জনগণের সাথে সার্বিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি রক্ষা সহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকারগুলি রক্ষার দাবীতে গড়ে ওঠা ব্যাপক শ্রেণী-আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনগুলির সাথে কর্মচারীদের দাবী সন্নিবেশিত করে সংগ্রামে শামিল হতে হবে। ব্যাপকতর ঐক্যবদ্ধ যৌথ আন্দোলনের পাশাপাশি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিজস্ব পরিসরে সংগ্রাম আন্দোলনের আরও বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই লক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের একাংশের জনবিরোধী ও কর্মচারীবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষ থেকে বিভেদকামীতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মোকাবিলায় প্রতিনিয়ত সংগ্রামকে জারী রাখতে হবে। সরকারী দপ্তরগুলিতে হামলা ও কর্মচারীদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতিতে বিক্ষোভ ও সংগ্রাম-আন্দোলনের কর্মসূচি প্রতিপালন করে, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করতে হবে।

শ্রমজীবী জনগণকে একদিকে প্রতিনিয়ত জীবন বিমুখ, আত্মসর্বস্বতা, ভোগবাদিতায় নিমজ্জিত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। অপরদিকে পরিচিতি সত্তার রাজনীতি তথা উত্তর আধুনিকতার রাজনীতির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ তথা বিশ্ববীক্ষা থেকে বিচ্যুত করার বিপুল ষড়যন্ত্র চলছে বর্তমান যুগের পুঁজিবাদী দার্শনিকদের পক্ষ থেকে। এই সমস্ত উপাদান নিয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম শ্রমিক-কর্মচারীদের রুচি ও চেতনার বিকৃতি ঘটাতে দারুণ সক্রিয়। তাই শ্রমজীবীদের মতাদর্শ, নীতি ও স্বার্থের বিরুদ্ধে সমস্ত অপপ্রচারকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য একদিকে যেমন 'সংগ্রামী হাতিয়ার', 'এমপ্লয়িজ ফোরাম'-এর প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে, তেমনই অন্যদিকে মুখপত্রকে সংগঠনের আলোচনার এ্যাজেন্ডা করতে হবে। একইভাবে একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞানলাভের মাধ্যমেই চেতনা অর্জিত হয় না, অনুগামী সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লোকায়ত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাও সঠিকভাবে চালাতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যের বিষয়টি অতীব জরুরী। ঐক্য গঠনের প্রধান লক্ষ্য হলো কর্মচারী সমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। আর এক্ষেত্রে কোনও সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। নীতিভিত্তিক শ্রেণী ঐক্য গঠনই হবে এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য। মূল শত্রুকে চিহ্নিত করাই হবে ঐক্য গঠনের সর্বপ্রথম কাজ। ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' নীতির ভিত্তিতেই প্রকৃত ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে চেতনার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত মালিকানা ও মজুরি দাসত্ব-এর অবসানের জন্য রাজনৈতিক চেতনা অর্জনের প্রক্রিয়াটি কর্মচারী সমাজ ও তাঁদের সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। তাই এই বুনিয়াদী লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলমান পরিস্থিতির উপযোগী করে চেতনা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ জরুরী।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নগত নিজস্ব দাবি-দাওয়া-অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও অধিকারগত বিষয়সমূহ নতুন করে বর্তমানে অর্জন করাতো দূরের কথা, এতাবৎকালের অর্জিত অধিকারগুলিই রক্ষা করা সম্ভব নয় — সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, নয়া উদারীকরণ তথা পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, জাতপাত, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ সমস্ত অপমূল্যবোধ ও শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে। সেজন্য যুগপৎ ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তম যৌথ আন্দোলন ও নিজস্ব ক্ষেত্রে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং সমিতিগত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অনুগামীদের সংখ্যা শক্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করা ছাড়াও, ক্রমাগত সেই সংখ্যা শক্তিকে প্রসারিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ববদ্ধ করতে হবে সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদানে। কর্মচারীদের সংখ্যালঘু অংশ —নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তপশীলী জাতি ও উপজাতি, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সক্রিয়ভাবে সংগঠিত করতে হবে আন্দোলনে এবং সংগঠনের নেতৃত্বে। সংগঠনের বহুমাত্রিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে কর্মচারী সমাজ এবং তাঁদের পরিবার পরিজনকে আবৃত করার জন্য, আগামীদিনেও আন্দোলন-সংগ্রামের ঠাসা কর্মসূচীর মধ্যেই ধারাবাহিকভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ হবে। সাংগঠনিক কাজকে ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ও নির্ভুল করার জন্য সংগঠনকে সর্বাধুনিকভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং সর্বস্তরের নেতৃত্বকে সে বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। শ্রেণী মৈত্রী ও ঐক্য গঠনে কর্মচারী সমাজকে জনগণের প্রকৃত সেবকে পরিণত করার কাজকে অব্যাহত রাখতে হবে।

এই রাজ্য সম্মেলন আসন্ন ষোড়শ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে জেলা/অঞ্চল সম্মেলন

(ডিসেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় কয়েকটি জেলা/অঞ্চল সম্মেলনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। অবশিষ্ট জেলা/অঞ্চলগুলির সম্মেলনের রিপোর্ট এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। —পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী)

জলপাইগুড়ি

বিগত **৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর ২০১৩** কর্মচারী ভবনে (কমরেড জগদীশ দত্ত নগর এবং কমরেড অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে) জলপাইগুড়ি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গত ১৭ নভেম্বর প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ৯৬ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের সম্মেলন মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সম্মেলন মঞ্চ থেকে জেলার দুঃস্থ ও মেধাবী একজন মাধ্যমিক ও একজন উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য সহ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে মিছিলের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মানস কুমার বড়ুয়া। উদ্বোধক প্রাঞ্জল ভাষায় সামগ্রিক পরিস্থিতি সহ সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বের করণীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সম্মেলনে জেলার দুটি মহকুমা, প্রতিটি ব্লক, প্রতিটি সেক্টর এবং বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ইউনিট, অন্তর্ভুক্ত সমিতি ও সহযোগী সংগঠন থেকে মোট তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৪৮ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ভাইস চেয়ারম্যান স্মরজিৎ রায়চৌধুরী এবং জেলার প্রবীন নেতা তপন মৈত্র বক্তব্য রাখেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক সত্যজিৎ ঘোষ, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ পাল।

সম্মেলন থেকে মোট ৩টি প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়।

জবাবী ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক অপূর্ব বোস। প্রতিবেদন সহ অন্যান্য উত্থাপিত বিষয়গুলি সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে আগামী তিন বছরের জন্য জেলার কর্মকর্তা, ২০ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতি ভাষণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন সভাপতি কমল ভট্টাচার্য, সম্পাদক সত্যজিত ঘোষ, যুগ্মসম্পাদক কৌস্তভ রায়, দপ্তর সম্পাদক অমিতাভ বোস এবং কোষাধ্যক্ষ অমিত বসু। □

উত্তর দিনাজপুর

গত **১৬-১৭ নভেম্বর, ২০১৩** রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সপ্তদশ জেলা সম্মেলন রায়গঞ্জের ছন্দন মঞ্চে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ নভেম্বর জেলা সম্মেলনের শুরুতে তিন শতাধিক কর্মচারীর মিছিল সংক্ষিপ্ত পথ পরিক্রমা করে। সম্মেলনের প্রারম্ভে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অসিত কুমার ভট্টাচার্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সংগঠনের বর্ষীয়ান নেতৃত্ব শিশির দাশগুপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। যুগ্ম সম্পাদক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্যের সপ্তদশ জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদন উত্থাপনের পরে ৪২ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবেদনকে সমর্থন করে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। যেখানে তাদের চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটেছে। সম্মেলনে মোট ২৪৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মাধবী দেবনাথ, বিকাশ দে এবং অনাথবন্ধু দে-কে নিয়ে গঠিত সভাপতি মন্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। সম্মেলন থেকে আটটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সবশেষে সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক শম্ভু চক্রবর্তী। আগামী তিন বছরের জন্য সম্মেলন থেকে মাধবী দেবনাথকে সভাপতি করে ৪৬ জনের একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়। এছাড়াও নবগঠিত জেলা কমিটি থেকে দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ও দীপক চ্যাটার্জীকে যথাক্রমে সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক করে ১৯ জনের

বর্ধমান

গত **২৩-২৪ নভেম্বর, ২০১৩** তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বর্ধমান জেলা শাখার সপ্তদশ সম্মেলন 'সুবর্ণ জয়ন্তী সভাগৃহ', কর্মচারী ভবন, সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র। পূরবী বসু, আমানত আলী ও রফিউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন পূরবী বসু, সভাপতি। শহীদ বেদিতে মাল্যদান করেন সভাপতি, উদ্বোধক ও অন্যান্য সমিতির নেতৃবৃন্দ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন বিশ্বনাথ দে, যুগ্ম-সম্পাদক এবং আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন অতনু চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৪২ জন প্রতিনিধি। জবাবী ভাষণ সম্পাদক দেন প্রণব আইচ। ১৯জন মহিলাসহ ৩৯৪ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

আগামী কার্যকালের জন্য নির্বাচিত পদাধিকারী — সভাপতি প্রণব আইচ, সম্পাদক বিশ্বনাথ দে, যুগ্ম-সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ কুমারেশ ভট্টাচার্য, দপ্তর-সম্পাদক দেবরঞ্জন দাস □

দঃ ২৪ পরগনা

গত **৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর '১৩** বারুইপুর নবনির্মিত জেলা সংগঠন দপ্তরে চতুর্দশ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমার পর রক্ত পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন গোবিন্দরাম চক্রবর্তী, গীতা দে, উৎপল দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক বংশী চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ রাখেন। উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়দেব বক্সী। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক তাপস বসু, আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ আমিনুর রহমান, ৫টি খসড়া প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রতিবেদনের উপর ৫ জন মহিলা সহ ৪১ জন আলোচনা করেন। সম্মেলনে ৩৪ জন মহিলা সহ ৩৮৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জবাবী ভাষণ রাখেন সম্পাদক তন্ময় বিশ্বাস। সম্মেলনে জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুযশ চক্রবর্তী অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

আগামী কার্যকালের জন্য সভাপতি বাসুদেব সাহা, সহ-সভাপতিদ্বয় উৎপল দাস, দেবাশীষ পাল, সম্পাদক তাপস বসু, যুগ্ম সম্পাদক সমীর সরকার, কোষাধ্যক্ষ আমিনুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মৈনাক ব্যানার্জী সহ ১৯ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। □

পশ্চিম মেদিনীপুর

গত **১৬ নভেম্বর ২০১৩,** রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সপ্তদশ জেলা সম্মেলন স্থানীয় কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন চলে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। সম্মেলনের পূর্বে প্রতিনিধিদের হাতে থাকা লাল পতাকা ও ব্যানার নিয়ে মিছিল এলাকায় শহরে সাড়া ফেলেছে। সংগঠনের রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি পরিতোষ রায়। তারপর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। প্রতিবেদন উত্থাপন করেন যুগ্ম সম্পাদক দেব কুমার ভুএ্যা। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখেন কোষাধ্যক্ষ বৃহস্পতি জানা। খসড়া প্রস্তাবাবলী ও ওয়ার্কস্ রিপোর্ট পেশ করেন স্বপন মারিক ও সন্তোষ দাস। প্রতিবেদনের উপর ৪ জন মহিলা সহ মোট ৪৬ জন আলোচনা করেন। পেনশন বিল বাতিলের দাবিতে, ধর্মঘটের অধিকার রক্ষা, কর্মচারী বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা, ৩৮ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ ইত্যাদি দাবিতে সোচ্চার হন। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক সাহসের উপর ভর করে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত ঘোষণা প্রতিনিধিদের বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে। জবাবী ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক গঙ্গাধর বর্মন। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন পরিতোষ রায়, অনিল সামন্ত, স্মৃতিপদ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ৩৩৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে মোট ৫৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি মনিশঙ্কর গিরি, সম্পাদক গঙ্গাধর বর্মন, যুগ্ম সম্পাদক দেব কুমার ভুএ্যা, দপ্তর সম্পাদক বানীকুমার মিশ্র, কোষাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ মান্না সহ ১৯ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। □

উত্তর অঞ্চল

গত **২৩-২৪ নভেম্বর'১৩** অঞ্চল এর সপ্তদশ অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-হলে জয়দেব রায় নগর, হিমাংশু ঘোষ মঞ্চে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন অঞ্চলের সভাপতি দীপক দত্ত। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। সভাপতি দীপক দত্ত, সহ সভাপতি সেরিনা খাতুনকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রভঞ্জন ঘোষ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ তরুণ দে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় ও প্রস্তাবাবলীর উপর মোট ২০ জন বক্তব্য রাখেন। জবাবী ভাষণ দেন অঞ্চল সম্পাদক প্রদীপ কুমার ঘোষ। এই সম্মেলন মঞ্চ থেকে ১৮ জনের সম্পাদকমণ্ডলী ২৭ জনের অঞ্চল কমিটি, ১২ জনের অঞ্চল কাউন্সিল গঠিত হয়। সভাপতি সেরিনা খাতুন, সম্পাদক প্রদীপ কুমার ঘোষ, যুগ্ম-সম্পাদক প্রশান্ত ঘোষ, দপ্তর সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ শুভপ্রসাদ সেনগুপ্ত। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলন-এর কাজ শেষ হয়। □

মহাকরণ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে মহাকরণ অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ সম্মেলন গত **৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর ২০১৩** সত্যপ্রিয় ভবনে (এ.বি.টি.এ হল) অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির অর্থাৎ বিগত ২০১১ সালে মে মাসে সরকার পরিবর্তন ও সরকারী সিদ্ধান্তে ঐতিহ্যবাহী রাইটার্স ক্যান্টিন হলকে দ্বি-খন্ডিত করার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথমবার মহাকরণ অঞ্চলের সম্মেলন মহাকরণ ক্যান্টিন হলের পরিবর্তে অন্যত্র অনুষ্ঠিত করতে হয়েছে।

সম্মেলন শুরুর প্রারম্ভে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রতিপালিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মেলনে সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক তপন মুখার্জী। আয় ও ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ দেবরাজ চক্রবর্তী। বিভিন্ন বিষয়ে দশটি প্রস্তাব পেশ ও সমর্থন করেন সহ-সম্পাদকদ্বয় শান্তনু দাস ও শেখর রায়।

সম্মেলনে ২৬জন মহিলা সহ মোট ২২২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় ২ জন মহিলা সহ মোট ২৭ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য পেশ করেন সম্পাদক বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী।

সম্মেলনে উত্থাপিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয় ও ব্যয়ের হিসাব ও প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য নিম্নলিখিত নির্বাচিত পদাধিকারী— সভাপতি পুরুষোত্তম যাদব, সম্পাদক শান্তনু দাস, যুগ্ম-সম্পাদক শেখর রায়, দপ্তর সম্পাদক সন্দীপ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ দেবরাজ চক্রবর্তী।

সম্মেলনের উভয়দিনের প্রারম্ভে ও বিরতিতে গণসংগীত পরিবেশন করেন মহাকরণ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপসমিতির সদস্যগণ। দুইদিনের এই সম্মেলন পরিচালনা করেন অভিজিৎ রায় চৌধুরী, গোকুল সাহা ও সারদা রাউৎকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

নবমহাকরণ

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে নবমহাকরণ অঞ্চলের 'অঞ্চল সম্মেলন' কমঃ অলোক গাঙ্গুলী মঞ্চ, কমঃ চুনীলাল চক্রবর্তী 'নগরে' গত ৩০ নভেম্বর - ১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। ১১জন মহিলা প্রতিনিধিসহ ১৭০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক সংগীত-এর মাধ্যমে ১৭তম অঞ্চল সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হয়। সম্মেলন মঞ্চ থেকে আগামী কার্যকালের নির্বাচিত পদাধিকারী— সভাপতি উল্লাস নাথ, সম্পাদক সুখদেব শীঠ, যুগ্ম-সম্পাদক আশিস মিত্র, কোষাধ্যক্ষ অলোক সানা, দপ্তর সম্পাদক গৌতম দাস। □

মধ্যাঞ্চল

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে কলকাতা মধ্য অঞ্চলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিগত **২৩ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর** '১৩ খাদ্যভবনের ৭নং শেডে। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কলকাতা মধ্য অঞ্চলের সভানেত্রী রত্না সেনগুপ্ত। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চিত্তরঞ্জন পাল। সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন কলকাতা মধ্য অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ দাস। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অরিন্দম ব্যানার্জী। মোট ২১ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় এবং প্রস্তাবাবলীর উপর আলোচনা করেন। জবাবী ভাষণ দেন সমরেন্দ্রনাথ রায়। সম্মেলনে মোট ১৭৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য রত্না সেনগুপ্তকে সভাপতি, তাপস চক্রবর্তীকে সম্পাদক এবং গৌতম ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৮জনের সম্পাদকমণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

সম্মেলন পরিচালনা করেন রত্না সেনগুপ্ত, অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের আবহে সম্মেলন শেষ হয়। □

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডেপুটেশন ও সমাবেশ

এক উদ্বেগজনক প্রশাসনিক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৩ মহানির্দেশকের নিকট গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দু'সপ্তাহ আগে ডিজি প্রশাসনকে সমাবেশ করার পত্র দিলেও দমকলের মহানির্দেশক প্রধান দমকলকেন্দ্রে কর্মচারী সমাবেশ করার অনুমতি দেননি, দমকলমন্ত্রীর বদান্যতার জন্য। এর আগে বহু বছর ধরে কর্মচারীর সমস্যা নিয়ে, কর্মচারী সমাবেশ ও ডেপুটেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে দমকল প্রশাসন কোন অসুবিধা করেনি। এই কর্মচারী সমাবেশ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত করা হয়। কর্মচারী সমাবেশের পূর্বে দমকলের মহানির্দেশকের নিকট সমিতির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জনকুমার দে-র নেতৃত্বে ৬ জনের একটি কেন্দ্রীয় টিম ডেপুটেশনে মিলিত হয়। বেলা ২টায় কর্মচারী সমাবেশ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি অসিত দত্ত, সহ সভাপতি বিরাজ ভৌমিককে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। শহীদদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপনের পর সমিতির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জনকুমার দে, দমকল মহানির্দেশক কর্তৃক দাবী সমূহের আলোচনার ফলাফল কর্মচারী সমাবেশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। এরপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী উল্লিখিত দাবী সমূহকে সমর্থন ও সময়োপযোগী শাসক দলের কর্মচারীর স্বার্থ বিরোধী নেতিবাচক বিষয়গুলি তুলে ধরেন। কর্মচারী সমাবেশ ও ডেপুটেশন বানচাল করবার জন্য শাসকদলের মদতপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে বহুবিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কর্মচারী সমাবেশে চার শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত থাকে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক পুলিশ, প্রধান দমকল কেন্দ্রে ও কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে মোতায়েন করা হয় কর্মচারী সদস্যদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করবার লক্ষ্যে।

সামগ্রিক আলোচনার পর সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অসিত দত্ত বলেন, আগামী দিনে এই লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। উপস্থিত সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

মধ্যমগ্রাম কান্ড

এরাজ্যে ধর্ষকের শাস্তি নেই, ধর্ষিতার প্রাপ্তি মৃত্যু

বিহারের সমস্তিপুর জেলার তাজপুর থানার বাগদে গ্রামে মায়ের সাথে থাকতো কিশোরীটি। বাবা রামসহদর ঝা কলকাতায় ট্যাক্সি চালিয়ে রোজগার করেন, শ্রমজীবী মানুষ। মেয়ের টানে দেশের বাড়িতে ফিরতেন মাঝে মাঝে। তখন মেয়েকে কলকাতা শহরের অনেক গল্প বলতেন। এখানকার মানুষজন সম্পর্কেও বাবার মুখে ভালো কথাই শুনতো সে। সাতমাস আগে বাবার হাত ধরে মার সঙ্গে একবুক উত্তেজনা, উন্মাদনা নিয়ে কলকাতায় চলে এলো কিশোরীটি। পড়াশোনা করার সাধ তার বাবা মেটাতে চায় কলকাতার স্কুলে ভর্তি করিয়ে। প্রথমে ভবানীপুরে কিছুদিন থেকে, তারপর শারদোৎসবের সময় সপরিবারে চলে আসে মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের মাটপুরের পাটুলি শিবতলাতে একচিলতে ভাড়া ঘরে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে অনেক স্বপ্ন চোখে নিয়ে যে কিশোরী বিহারের সমস্তিপুর থেকে কলকাতায় এসেছিল, তার সে স্বপ্নকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল ২৩ ডিসেম্বর '১৩ তে। সঙ্গে জ্বালিয়ে দিল তার শরীর। ৯০ শতাংশ দগ্ধ দেহ নিয়ে আট দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে ৩১ ডিসেম্বর মারা গেল সেই কিশোরী। কলকাতায় আসার এই সাত মাসের মধ্যে নারী নির্যাতনে বিগত আড়াই বছরে শীর্ষস্থানে চলে আসা রাজ্যে এই কিশোরীকে দু-দুবার গণধর্ষণের বীভৎস অভিজ্ঞতা সইতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে তাকে ও তার পরিবারকে অনেক হুমকি, অপমান, অবিচার। যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে সে, তখনও ধরা পড়েনি তার চরম পরিণতির জন্য দায়ী শাসকদল ঘনিষ্ঠ অপরাধীর দল। একটি কিশোরী তার জীবন দিয়ে অনেক প্রশ্ন ছুড়ে দিল আমাদের প্রতি, একই সাথে দিয়ে গেল একরাশ লজ্জা। পার্কস্ট্রীট - কামদুনি - গাইঘাটা - গেদে - নবাবহাট - কালিয়াগঞ্জের পর এবার খবরের শিরোনামে মহানগরীর অনতিদূরের মধ্যমগ্রাম। বিহারের সমস্তিপুর থেকে পড়াশোনা করতে আসা এক ট্যাক্সিচালক পিতার কিশোরী কন্যা এবার মনুষ্যরূপী পশুদের লালসার শিকার হলো। একবার নয় উপর্যুপরি দু-দুবার গণধর্ষণের শিকার হল কিশোরীটি। বিগত বছরের ২৫ অক্টোবর মধ্যমগ্রামের মাটপুরে ছোটু তালুকদারের নেতৃত্বে শাসকদল আশ্রিত একদল দুস্কৃতী বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে কিশোরীটিকে। তারপর দিন ২৬ অক্টোবর মধ্যমগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। ধর্ষিতা কিশোরীর শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য রাতভোর তাদের পুলিশ লাইনেই রেখে দেওয়া হয়। ২৭ অক্টোবর কোনরকম পুলিশী নিরাপত্তা ছাড়াই তাদের বাড়ি ফিরতে হয়। ভ্যানে করে ফেরার সময় রাত ৯ টা নাগাদ ফের ছোটু তালুকদার ও দলবল ভ্যান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ

করে। ধর্ষণের পর খুন করার চেষ্টা করলেও সেটা সম্ভব হয় নি। নির্যাতিতার পরিবার আইন কানুন ভালো না জানার ফলে দ্বিতীয়বার কোন অভিযোগ থানায় জানানো হয় নি।

এরপর ছোটু ও তার দলবলের হুমকি ও গালাগালি শুরু হয় সেই নির্যাতিতা ও তার পরিবারের উদ্দেশ্যে। থানায় অভিযোগ না তুলে নিলে খুনের হুমকিও দেওয়া হয় কিশোরীটিকে। অতিষ্ঠ হয়ে এবং পুলিশ প্রশাসনের কোনও সহযোগিতা না পেয়ে বাড়ি পরিবর্তন করে নির্যাতিতার পরিবার। তারা এসে ওঠে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন আড়াই নম্বর গেট এলাকার শীলপাড়ায়। ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে থাকে নির্যাতিতা। মানসিক শক্তি আসতে আসতে ফিরে পেতে থাকে সে। গরীব পিতা তার সীমিত আয়ের মধ্যেও মেয়ের চিকিৎসা করিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু এই সামান্য সুখও বেশী দিন সইল না। ঘটনাচক্রে যে বাড়িতে তাঁরা ভাড়া ওঠেন সেই বাড়ির মালিক রতন শীলের এক আত্মীয় ঐ কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত। ফের শুরু হয় কিশোরীটির উপর মানসিক অত্যাচার। রতন শীল এবং মিন্টো শীল ২৩ ডিসেম্বর ঐ কিশোরীকে বাড়িতে ঢুকেই হুমকি দেয়। গালিগালাজ করে। তার মা কাছের একটি টেলিফোন বুথ থেকে কিশোরীর বাবাকে ফোনে ঘটনার খবর জানাতে যায়। ফিরে এসে দেখে তার মেয়ের সারা শরীর আগুনে জ্বলছে।

প্রায় ৯০ শতাংশ পোড়া শরীরটি নিয়ে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আট দিন বাদে জীবনদীপ নিভে যায় কিশোরীটির।

এই ঘটনায় কলকাতা তথা সারা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক শোক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। নির্যাতিতা হাসপাতালে যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে এখনই সি আই টি ইউ-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হন ব্যাপক অংশের মানুষ। মিছিল করেন বিদ্বজনেরাও। শাসকদল ছাড়া সব রাজনৈতিক দলই নারী নির্যাতন বৃদ্ধি এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাজনিত কারণে কিশোরীটির মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে। বিহার সরকারও এই কিশোরীর মৃত্যু এবং তার পূর্ববর্তী প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করে। বিহার সরকারের পক্ষ থেকে মৃত কিশোরীর পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। চারপাশে এত আলোড়ন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটে গেলেও রাজ্য সরকার মুখে কুলুপ এঁটেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিশোরীর পরিবারের সাথে দেখা করার সময় হয় নি। উল্টে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনা যেদিন ঘটে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর রাতে ফেসবুক আপডেট করেছেন 'Let the new year be celebrated with new hopes and dreams'... মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যবাসীকে নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে বলছেন তখন নির্যাতিতা কিশোরীর পোড়া নিথর দেহ নিয়ে তার অসহায় মাতা-পিতা চোখের জলে ভাসছেন।

এই ঘটনায় সারা দেশের মধ্যে রাজ্যের মাথা হেঁট হয়েছে। শ্রমজীবীর সন্তান এক কিশোরী দু-দুবার গণধর্ষিতা হলো অথচ প্রশাসন, পুলিশ কেউ তার পাশে সহায়তা নিয়ে দাঁড়ালো না। যখন কিশোরীর পরিবার থেকে সুরক্ষার কথা বলা হলো তখনও তাদের কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হলো না। মূল অভিযুক্ত ছোটু তালুকদারকে ধরার ব্যাপারে যে পুলিশ চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয় থাকল, সেই রাজ্য পুলিশ কিশোরীর মৃত্যুর পর গণবিক্ষোভ এড়াবার জন্য তড়িঘড়ি মৃতদেহ দাহ করবার ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠল। পরিবারের অমতে ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই মৃতদেহ নিয়ে পিস হাভেনের বদলে পুলিশ পৌঁছে গেল নিমতলা শ্মশানে। অশোভনভাবে বেওয়ারিশ লাশের মতো সারা রাত শ্মশানে পড়ে রইল মৃতদেহ। পরিবার যখন এর প্রতিবাদ জানায় তখন তাদের বিহারে পাঠিয়ে দেবার হুমকি দেয় পুলিশ। আরও মারাত্মক বিষয় হলো ২৭ ডিসেম্বর আর জি কর হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার সন্তোষ নিম্বলকার নিজে যে জবানবন্দী কিশোরীটির কাছ থেকে নিয়েছিলেন তাতে সে বলেছিল তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মানুষের ক্ষোভ আরও এই কারণে যে গুরুতর দগ্ধ কিশোরী পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ পায় নি। আর জি কর হাসপাতালের তুলনায় অনেক উচ্চমানের বার্ন ইউনিট এস এস কে এম হাসপাতালে আছে। তা সত্ত্বেও কিশোরীটিকে ঐ হাসপাতালে স্থানান্তরের কোন প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয় নি প্রশাসন বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বিহার পুলিশের আই জি ডি এস গঙ্গোয়ার রাজ্যে আসেন মৃতা কিশোরীর পরিবারের সাথে দেখা করেন। তিনি বিহার পুলিশের ডি জি-র একটি চিঠি রাজ্য পুলিশের ডি জি জি এস রেড্ডির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে আবেদন ছিল ঘটনার যথাযথ তদন্তের। দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার এবং নির্যাতিতার পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার। এই রকম ঘটনা সুদূর অতীতেও কখনও হয় নি। অন্য রাজ্যের ডি জি আমাদের রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। রাজ্যবাসী হিসাবে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার।

নির্যাতিতার পরিবারের পাশে প্রথম থেকেই আছে শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১ জানুয়ারির শোক মিছিলের উদ্যোক্তা ছিল উক্ত সংগঠনটি। এই সংগঠন এবং বামপন্থী ছাত্র-যুব মহিলা সহ অন্যান্য সংগঠন পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোয়, ভেঙে পড়া পরিবারটি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। নির্যাতিতার পিতা বলেছেন যে তাঁরা কলকাতাতেই থাকবেন এবং আইনী লড়াই লড়বেন দোষীদের শাস্তির জন্য। বামেদের সহযোগিতায় তাঁরা মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথেও সাক্ষাৎ করে তাঁকে সব কিছু বলার এবং সঠিক বিচার চাওয়ার সুযোগ পান।

বামপন্থী গণসংগঠন সমূহের এই ইতিবাচক উদ্যোগে রাজনীতির গন্ধ পেয়েছেন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং গণমাধ্যমের একাংশ। দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের মত জঘন্য ঘটনার পর যখন মোমবাতি মিছিল হয়, প্রতিবাদ হয় তখন এরা রাজনীতির ছোঁয়া পান না। শ্রমিক পিতার কিশোরী কন্যাও যখন একই ধরনের ঘটনার বলি, তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল হলে সেটা রাজনীতি। যেন শ্রমজীবীরা মানুষ নন। ওরা যাই বলুক পশ্চিমবঙ্গে নারীদের সম্ভ্রম আজ ভূলুণ্ঠিত। ধর্ষিতা মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করছেন। আজ ধর্ষকরা শাসকদলের অনুগামী বলে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই নৈরাজ্য রাজ্যব্যাপী মেনে নেবেন না। নিচ্ছেনও না। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ছাড়া অন্যথা নেই।

সর্বশেষ খবর—ধর্ষিতার পিতা ও মাতার প্রতি সহমর্মিতার হাত আরও সম্প্রসারিত করে তাঁর পিতাকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সেই কিশোরীর পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করে সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছেন এবং তাঁদের বিহারে এসে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। □

মানস কুমার বড়ুয়া

রক্ত ঝরানো নির্বাচন বাংলাদেশে

রবিবার, ৫ জানুয়ারি ২০১৪ শেষ হয়েছে শঙ্কা জাগানো নির্বাচন। বাংলাদেশের ৩৫০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ৫০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। বাকি ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৫৩ জন — বি এন পি'র নেতৃত্বাধীন ১৮ পার্টির জোট নির্বাচন বয়কট করার কারণে। বাকি ১৪৭ আসনে ভোট নিষ্পন্ন হল বিরোধীদের ডাকা হরতাল - অবরোধের এবং হিংসা নাশকতার বাতাবরণে। একজন প্রিসাইডিং অফিসার ও পুলিশ কর্মী সহ ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে তেরটি জেলায়। হামলা, বুথ দখল, ব্যালটবক্স ছিনতাই প্রভৃতি কারণে স্থগিত ১৪৩ বুথের পুনর্নির্বাচন হবে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে। নির্বাচন বাতিলের দাবিতে অবরোধ চালানোর পাশাপাশি সোমবার থেকে আবার ৪৮ ঘন্টা হরতালের ডাক দিয়েছে বি এন পি জোট।

নির্বাচনী ফল অনুযায়ী আওয়ামি লিগ পেয়েছে ২৩১ আসন। শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল পেয়েছে ৬টি করে আসন। প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি পেয়েছে ৩১টি আসন। ২৪ জানুয়ারি সংসদের মেয়াদ শেষের পর গঠিত হবে মন্ত্রিসভা।

নির্বাচন শেষের ২৪ ঘন্টা পরেই নিজের সরকারী বাসভবন 'গণভবন'-এ খোলা চত্বরে সাংবাদিক সম্মেলন করে ১৪ দলের জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "যারা বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, যারা জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে, তারাই নির্বাচনে যায় নি।'' বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী জামাতকে ঘাড় থেকে নামান। ওরা সুস্থভাবে ভাবতে দেয় না। ওদের ছেড়ে হিংসা ছেড়ে আলোচনায় আসুন, আলোচনা হবে''। তিনি আরও বলেছেন — নতুন সরকার মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ উৎখাতের লক্ষ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চালিয়ে যাবে। বিচারের রায়ও কার্যকর করবে। তিনি আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে বিরোধীদের সাথে আলোচনা চাইলেও বিবৃতি মারফৎ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন খালেদা জিয়া। ওদিকে লন্ডন থেকে খালেদা-পুত্র তারেক রহমান ঘোষণা করেছেন — এই অবৈধ সরকারের সাথে তাঁরা আলোচনায় যাবেন না। এই সরকারকে উচ্ছেদের জন্য তাঁদের কর্মীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

বিগত মাস দুয়েক ধরেই বাংলাদেশ অশান্ত। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানপন্থী যারা রক্তের হোলি খেলেছিল বর্বরতা চরমে নিয়েছিল, সেই সব যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে জামাত। কাদের আলি মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করার পর ঐ মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন হিংস্রতা বাড়ায়। খাদ্যশস্য ভরা, এমন কি গরু ভরা ট্রাক জ্বালিয়ে, বুথ হবে বলে ১০০ টি স্কুল পুড়িয়ে, এমন নানা তান্ডব

চালাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে উৎখাত করে ঐস্লামিক রাষ্ট্র গঠনের নামে মৌলবাদের ধ্বজা ওড়াতে। বি এন পি—জামাত জোটকে কোন কোন বিদেশী শক্তি মদত জুগিয়েছে বলে বলেছেন হাসিনা। ওরাই ভোট বয়কটের পরামর্শ দিয়েছে (আ. বা. পত্রিকা, ৭ জানু. পৃ ৭)। বিপরীতে হাসিনার দল হরতাল অবরোধের মধ্যেও গত ১ জানুয়ারি ৩১ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। ভোট বয়কটের ডাক সত্ত্বেও যাঁরা ভোট দিয়েছেন, হাসিনার ভাষায় তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু-তনয়া শেখ হাসিনা। □

শ্যামল পালিত

নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত করার অঙ্গীকার করছে। এবং এ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিক্রিয়ার যাবতীয় শক্তিকে পরাস্ত করতে পরিবার পরিজন সহ ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য কর্মচারী সমাজের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

সপ্তদশ সম্মেলন, আগামীদিনে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, প্রতিক্রিয়াশীল জনবিরোধী শক্তির বিপুল আক্রমণ সত্ত্বেও, জনগণের স্বার্থে রাজ্য প্রশাসনে সমায়ানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা, ন্যস্ত দায়-দায়িত্ব পালনের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং রাজ্যে সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মচারী সমাজ সহ জনগণের স্বার্থে সমগ্র সাংগঠনিক শক্তিকে সংহত করে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছে। সংগঠন আহ্বান জানাচ্ছে প্রবল সাহস, সুসমৃদ্ধ চেতনা এবং অপরিসীম আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়েই এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে। □

উদ্বোধনী অধিবেশন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ লাম্বা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের সাধারণ সম্পাদক জয়দেব দাশগুপ্ত, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস এর পক্ষে সত্যজিৎ চক্রবর্তী, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষে নির্বিক মজুমদার, কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মৃণাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর বাগচী, জয়েন্ট কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক অসীত সরকার, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তথা ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির পক্ষে অমল চ্যাটার্জী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এবং একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে সারা ভারতের কর্মচারীদের এই সম্মেলন নব দিশায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।□

সুব্রত কুমার গুহ, শুভেন্দু মানিক্য সেনগুপ্ত, প্রিয়ব্রত ভৌমিক, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী,

উদ্বোধনী অধিবেশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বসু এবং শিখা মুখার্জীকে নিয়ে সম্মেলন পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলীর নামের প্রস্তাবনা করেন সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক এই প্রস্তাবনা সমর্থন করেন। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অশোক পাত্র অনুলেখন কমিটিতে বিজয় শঙ্কর সিনহা (আহ্বায়ক) সুস্মিতা দাশ, অশোক প্রামাণিক, তরুণ চক্রবর্তী এবং কিশোরীমোহন দাশ-এর নাম ঘোষণা করেন। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অশোক পাত্র শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সভা এক মিনিট নিরবতা পালন করে।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট ভাষাবিদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. পবিত্র সরকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই তিনি অভ্যর্থনা কমিটির মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক ড. সুবিমল সেনকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মানীয় উদ্বোধক তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন। উদ্বোধক হিসাবে তাঁকে আহ্বান জানানোর জন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনে মিলিত হতে হয়েছে। আপনাদের দীর্ঘদিনের প্রথা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার এবার আপনাদের বিশেষ নৈমিত্তিক ছুটিও মঞ্জুর করেনি। পেশাগত কারণে আপনাদের পরিচয় চাকুরীজীবী, আমার পরিচয় শিক্ষক— কিন্তু আমরা উভয়েই সামাজিক প্রাণী। ফলে সামাজিক সমস্যাগুলি একই। আপনারা প্রশাসনিক আক্রমণ ও পেশাগত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। সমস্যার বিষয় বুঝতে গেলে সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকানো দরকার।

বিশ্বায়ন শব্দটি নতুন কিছু নয়, এটা বহুল প্রচলিত শব্দ। জ্ঞানের বিশ্বায়ন সভ্যতার আদিযুগ থেকেই চলছে। প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে এক দেশের আবিষ্কৃত বিষয় অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। পুঁজিপতিরা বলছে পৃথিবী একটা গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে গেছে। মার্কিনী পাঠাগারে যে তথ্য গচ্ছিত সেটা ঘরে বসে আমরা ব্যবহার করতে পারছি। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন মানুষের সঙ্গে তাৎক্ষণিক কথা বলতে পারছি, বিশ্বের যে প্রান্তে যে খেলা হচ্ছে তখনই ঘরে বসে আমরা দেখতে পারছি। পুঁজি ও পণ্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র। অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে চোখে দেখা যায় কিন্তু বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ চোখে দেখা যায় না। এখন দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগামী পুতুল সরকার গঠন, দেশের বুদ্ধিজীবীদের কিনে নেওয়া, সংবাদ মাধ্যমকে কিনে নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে শোষণ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা, পেনশন ফান্ড রাষ্ট্রের হাতে থাকায় ২০০৮ সালে উদ্ভুত আর্থিক মহামন্দার ধাক্কা তুলনায় কম লেগেছে। এই ঘটনায় কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক-বীমা-পেনশন ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। ইউপিএ-১ এর আর্থিক সংস্কারের কাজ বামপন্থীরা আটকে রেখেছিল। ফলে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর অবদান বামেদের। এটা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা দরকার। ঘটনার বিরুদ্ধে প্রচার করার থেকে জরুরী ঘটনার উৎসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার গড়ে তোলা।

রাজ্যে দীর্ঘ সময় বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। আপনারা অনেক আর্থিক সুবিধা এবং সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক দায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা কি যত্নবান ছিলেন! রাজ্যের গরীব মানুষকে সরকারী পরিষেবা ব্যবস্থা ভালো এটা দেখানোর ঘাটতি ছিল। এই ত্রুটি কাটানোর বিষয়ে নিশ্চয়ই এই সম্মেলন সঠিক দিশা দেখাবে। বর্তমানে রাজ্যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা তৈরি হয়েছে। এই অন্ধকার কাটানোর ক্ষেত্রে রাজ্য সম্মেলন নিশ্চিতভাবেই নতুন দিশা দেখাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তথা হরিয়ানা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

তপন দাশগুপ্ত

সমর চক্রবর্তী

দীপঙ্কর বাগচী

নির্ভিক মজুমদার

জয়দেব দাশগুপ্ত

এস কে ব্রহ্ম

মৃণাল দাস

সত্যজিৎ চক্রবর্তী

অসিত সরকার

সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী

সম্মেলনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ

সুকোমল সেন (সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন)ঃ অন্যান্য বারের তুলনায় সম্মেলনের বহিরঙ্গ দেখছি একই রকম আছে। এখন এর মর্মবস্তুতে শ্রেণী চরিত্র বুঝতে হবে। শ্রমিকের সন্তান হলেই শ্রমিক অথবা লড়াকু হয় না, হয় তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

বামফ্রন্টকে ৩৪ বছর বাঁচিয়ে রাখায় কর্মচারীদের কিছু ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আরও বড় ভূমিকা পালনের সুযোগও ছিল। সরকারের কাজ সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমেই জনগণের কাছে পৌঁছায়। আমাদের দাবী অনেক আদায় হয়েছে, কিন্তু সমানুপাতে দায়িত্ব প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতিও হয়েছে। সময়মতো যাওয়া-আসা, ন্যস্ত কাজ সময়মতো করার কথা আমরা বহুবার বলেছি, কিন্তু সবটা মানা হয়নি। সত্যি কথা বলতে আরও ভালোভাবে স্বচ্ছতা ও তৎপরতার সাথে কাজ করার সুযোগ ছিল। এর জন্য কিছুটা আত্মসমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রতিও একই কথা। ইউ জি সি স্কেল এখানেই প্রথম চালু হয়, কিন্তু তার সুফল ছাত্ররা সবটা পেয়েছে? যে সচেতনতা, সজাগতা আমাদের থাকার দরকার ছিল, থাকেনি। আমরাই ধর্মঘটকে সবেতন ছুটিতে পরিণত করেছি। ধর্মঘট করলে সর্বত্রই 'নো ওয়ার্ক, নো পে' হয়—আমাদের বাদে। শ্রমিকরা তো ধর্মঘটে ছুটি পায় না, আমরা পেতাম। আমরা বেতন পাই, কর দাতাদের টাকায়। অথচ তাঁদের কাছে পরিষেবা সবসময় সঠিকভাবে আমরা পৌঁছে দিতে পারি নি। এটা ঠিক হয়নি তা মেনে নেওয়া উচিত। গত ৩৪ বছরে ধর্মঘট করলেও কোনো ধরনের ক্ষতি হয়নি। ফলে ধর্মঘটকে লড়াই-এর সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে দেখার অভ্যস্ততা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ফলে আজ আক্রমণের মুখে ধর্মঘট করতে গিয়ে আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতির ভয়ে অনেকেই পিছিয়ে যাচ্ছি। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স-এ ধর্মঘটের ডাক এ ভাবে ব্যর্থ হয়না, কারণ তাদের বরাবরই কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এ দিকটা ভাবা দরকার।

কর্মচারীরাও দোদুল্যমান হয়ে পড়েছে। ফলে আদালতের উপরেও ভরসা রাখতে পারছে না। এই দোদুল্যমানতা কাটিয়ে তোলার পথ বের করতেই হবে আমাদের। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিলেই শুধু চলবে না, ইনকিলাবে বিশ্বাসও রাখতে হবে। কর্মচারীদের 'রাজনৈতিক' করে তুলতে হবে। এই নিয়ে এর আগে লেখা অনেক হয়েছে, কিন্তু সকলে পড়ে না। অনেকে পড়ার আগ্রহও বোধ করে না। এদিকে বুক স্টলে বই বিক্রি হয় দেদার। এই বৈপরীত্য নিয়ে ভাবা দরকার।

ধর্মঘট নিয়ে ত্রিপুরাতেও সরকার-নির্ভরতা আছে। সুতরাং সেখানেও এমন হতে পারে। কেরালার ব্যাপারটা আলাদা। ওখানে ধর্মঘটের জন্য বেতন কাটা এবং না কাটা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হয়, সে কারণে ওখানকার কর্মচারীরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন।

আন্দোলনে অভিনবত্ব আনা দরকার, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে জোর দেওয়ার দরকার। এ না হলে আরো অসুবিধা হতে বাধ্য ভবিষ্যতে। মনে রাখা দরকার কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও অভূতপূর্বভাবেই নিতে হয়। আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন। □

সুভাষ লাম্বা (সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন)ঃ পশ্চিমবঙ্গের বাহাদুর কর্মচারীদের সামনে বলার সুযোগ পেয়ে গর্বিত। তৃণমূলের হামলার বিরুদ্ধে তাঁরা

(দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সুকোমল সেন

সুভাষ লাম্বা

শিবশংকর রায়

অমল চ্যাটার্জী

সম্মেলনে মহিলা প্রতিনিধি

ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তীতে বিগত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত মহিলা কর্মচারী সহ সমগ্র মহিলা সমাজের উপর সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং বিশেষভাবে নৃশংস শারীরিক আক্রমণ যেভাবে নেমে আসছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সুদৃঢ় দৃষ্টান্ত সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনে প্রতিভাত হয়েছে। রাজ্য সম্মেলন পূর্ববর্তীতে সমস্ত জেলা ও মহকুমাগুলিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা গেলেও কিছু কিছু ব্লক/সেক্টরে সম্মেলন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেওয়ায় সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থান পরিবর্তন করে সাফল্যের সঙ্গে সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সমস্ত সম্মেলনগুলিতেই দারুণ

(দশম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

বাণী মুখার্জী

দেবলা মুখার্জী

সমাপ্তি পণ্ডিত

গীতা দে

প্রতিনিধি অধিবেশন

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রথমদিন বিরতির পর যুগ্ম সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের সূত্রপাত হয়। এরপর আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী। জাতীয় ও রাজ্য স্তরের দাবি সহ মোট ৩৪ দফা দাবি সম্বলিত খসড়া প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অপর সহ-সম্পাদক প্রদীপ নাগ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন দু'জন বিশিষ্ট অতিথির বক্তব্য এবং দুজন প্রবীণ নেতৃত্বের বক্তব্য ছাড়া সিংহভাগ সময় জুড়ে বক্তব্য রেখেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি সমিতি, ১৮টি জেলা কমিটি, কলকাতার ৭টি অঞ্চল কমিটি এবং ২টি সহযোগী সমিতির পক্ষ থেকে ৫ জন মহিলাসহ মোট ১০০ জন প্রতিনিধি। সমিতিগুলির পক্ষ থেকে ৪৯৫ মিনিট, জেলা / অঞ্চলের পক্ষ থেকে ২৭০ মিনিট এবং সহযোগী সমিতিগুলির পক্ষ থেকে ৩০ মিনিট বক্তব্য রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে এই পর্বটিই সম্মেলনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন সহ সম্মেলনে উত্থাপিত লিখিত দলিলগুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য পরিস্থিতি ও সংগঠন বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনার পরিসরে আজকের সময়ে সংগঠনের চাহিদা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের বক্তব্যে। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম জনগণকে পরিষেবা প্রদানে নিয়োজিত যে কর্মচারীসমাজ তাঁদের বাস্তব সমস্যা, তাঁদের ওপর আক্রমণ এবং আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দমবন্ধ করা ভীতি সন্ত্রাসের পরিবেশ ভেঙে সাহসিকতার সঙ্গে সংগঠন পরিচালনার আন্তরিকতা, সংগঠন সম্বন্ধে তাদের আশা-ভরসা-আকাঙ্খার কথা বিবৃত হয়েছে প্রতিনিধিদের বক্তব্যে যা সম্মেলনে উপস্থিত সহস্রাধিক কর্মী-নেতৃত্বের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অমূল্য সুযোগকে সার্থক করে তুলছে আগামী দিনে শত্রুর চোখে চোখ রেখে মোকাবিলার সংগ্রামের উপযুক্ত করে সংগঠনকে বিন্যস্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকারে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে বক্তাদের সুচিন্তিত বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে দুনিয়া জুড়ে পুঁজির শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের তৎপরতা এবং তাদের নানাবিধ আক্রমণ ও কৌশলের বিরুদ্ধে আক্রান্ত মানুষের উদ্যত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির আগ্রাসী ভূমিকা গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যে মহাসংকটে নিমজ্জিত করেছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনগণের টাকায় পুঁজিপতিদের বেল আউট দিয়েও যখন সমাধানের পথ মেলেনি তখন 'অস্টারিটি মেজার'-এর নামে সাধারণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষার অধিকার হরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। তার বিরুদ্ধে আমেরিকা, ইওরোপ সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রতিরোধের সংগ্রাম গড়ে উঠছে। এই আন্দোলনগুলিতে পুঁজিবাদের বিরোধিতা তীব্রতা পেলেও সমাজতন্ত্রের কথা সেভাবে আসছে না কেন তার কারণ অনুসন্ধানের কথা বলেন কোন কোন বক্তা। বিভিন্ন বক্তা উল্লেখ করেছেন, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কিউবার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, বামপন্থার উত্থান এবং ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েডর সহ বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত বামপন্থী সরকারের বিকল্প অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী উদার অর্থনীতির সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। যা সমসাময়িক বিশ্বে প্রতিরোধী আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। 'আরব বসন্ত'-এর কথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে সরাসরি সামরিক আগ্রাসনের পথ থেকে সরে এসে মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশে উদারনীতির ধারক-বাহক এবং স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করার লক্ষ্যে মৌলবাদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা বিস্তারের কৌশল নিয়েছে। বিভিন্ন বক্তা উত্তরাধুনিকতার বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব এবং পরিচিতি সত্তার রাজনীতির উল্লেখ করে বলেছেন এগুলি মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনের ঐক্য বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে সৃষ্ট এবং সাম্রাজ্যবাদী কৌশলেরই অঙ্গ। আলোচিত হয়েছে কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়া সাম্রাজ্যের কথা। তারা মানুষের মতামত, রুচি ম্যানুফ্যাকচার করে দিচ্ছে যাতে শ্রেণীগত চেতনা বিকশিত হতে না পারে।

জাতীয় ক্ষেত্রের আলোচনায় কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বশংবদে পরিণত হওয়ার ফলে মানুষের ওপর বিভিন্ন আক্রমণাত্মক নীতি কিভাবে নামিয়ে আনা হচ্ছে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ, পেনশন বেসরকারীকরণ প্রভৃতির সাথে সাথে নয়া উদারনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বলা হয়েছে মানুষকে জীবন-জীবিকার ন্যূনতম সুযোগ দানে ইউপিএ সরকারের চরম ব্যর্থতা জাতীয় কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্প বা খাদ্য সুরক্ষা আইনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ফলে উন্নয়নের মেকি স্লোগান দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিজেপি পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে, যদিও তাদের অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা একই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথা চাড়া দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেশের গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সামনে দেখা দিয়েছে। দিল্লির নির্বাচনে আম আদমি পার্টির জয় দেখিয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ মানুষ যেকোনো বিকল্প শক্তিকে নির্বাচিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে দুর্নীতির কারণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত নয় আপ বরং প্রথাগত রাজনীতির সঙ্গে (যার মধ্যে বামপন্থীরাও আছেন) দুর্নীতিকে সমার্থক করে দেখানোর মধ্য দিয়ে বিরাজনীতির ভ্রান্ত প্রবণতার দিকে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে— এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কোন কোন বক্তা।

তিনবছর আগে ষোড়শ রাজ্য সম্মেলনের সময় রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিল বামফ্রন্ট সরকার। সেই সম্মেলনের ছ'মাস পরে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগকর্তার পরিবর্তন হয়। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য পরিস্থিতির আলোচনায় এই দুই সরকারের আমলে জনগণের এবং কর্মচারীর অভিজ্ঞতার যে পার্থক্য, তা ধরা পড়েছে প্রতিনিধিদের বক্তব্যে। গত আড়াই বছরে সারা রাজ্যে দুর্বৃত্তরাজ কায়েম হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের মদতে, জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নারীর সম্ভ্রমের অধিকার বিপন্ন—এই পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা এ রাজ্যের মানুষের বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ছিল না। রাজ্যের জেলায় জেলায় এবং ব্লক স্তরে কর্মচারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এমনকি শারীরিক আক্রমণ পর্যন্ত করা হচ্ছে একথা ক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্ত করেন প্রতিনিধিরা। সারা রাজ্যে উন্নয়ন স্তব্ধ, কর্মসংস্থান নেই সরকারী দপ্তরগুলিতে, বিপুল শূন্যপদের জন্য জণগণের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অথচ প্রশাসনের ভ্রূক্ষেপ নেই। এর পাশাপাশি চলছে কর্মচারীদের ওপর আমলাদের জুলুম, হুমকি, প্রাপ্য ছুটি না দেওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মের

(দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

অশোক পাত্র

কৃষ্ণা বসু

সুমিত ভট্টাচার্য

মানস কুমার বড়ুয়া

চুনীলাল মুখার্জী

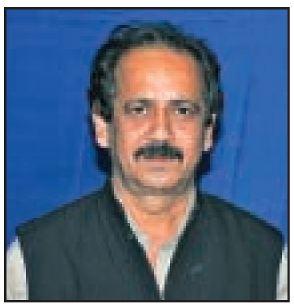

চন্দন ঘোষ

প্রভঞ্জন ঘোষ

বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

বিজয় শঙ্কর সিনহা

সুতপা হাজরা

দেবব্রত রায়

প্রদীপ ঘোষ

গোপাল পাঠক

সুনির্মল রায়

দেবাশিস মিত্র

লিটন পান্ডে

মানস দাস

আশিস ভট্টাচার্য

শিখা মুখার্জী

চন্ডীচরণ ব্যানার্জী

প্রদীপ নাগ

প্রবীর মুখার্জী

১২ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট অভিযান

শ্রমজীবীদের মিছিল সমাবেশে স্তব্ধ হল রাজধানী দিল্লি

ঠিক সকাল দশটায় শুরু হল মিছিল রামলীলা ময়দান থেকে মিছিল চলল টলস্টয় মার্গ, জনপথ, পালিকা বাজার, যন্তর মন্তর হয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিটের দিকে। সেখানেই হবে ১০ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে মূল সমাবেশ। মিছিল নয়, জনসমুদ্রই বলা যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী-বিভিন্ন স্তরের খেটে খাওয়া মানুষ সেই মিছিলে পা মিলিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মিছিল যত এগিয়েছে ততো মানুষের যোগদান বেড়েছে। সমাবেশের দিকে যতই মিছিল এগিয়েছে মিছিলের গতি ততই শ্লথ হয়েছে মানুষের ভিড়ে। এই মিছিল দিল্লিবাসী দেখেনি কখনও। তাই রাস্তার দুধারে বাড়িগুলি ও অফিসগুলি থেকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে এই মহামিছিল উপভোগ করেছে দিল্লিবাসী। এবারের মিছিল অন্যান্যবারের চেয়ে বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের মিছিলের স্লোগানে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো। সমাবেশ মঞ্চে মিছিলের অগ্রভাগ যখন পৌঁছায় তখনও কয়েক কিলোমিটার দূরে রামলীলা ময়দান থেকে মিছিলের শেষভাগ রওয়ানা হতে পারেনি। পূর্ণ ব্যস্ত সময়ে দিল্লির রাস্তাঘাটে যানবাহন অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আসমুদ্র হিমাচলের শ্রমজীবীদের এই ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী চেহারা শাসকশ্রেণীর ভালো লাগবে না এতো বলাই বাহুল্য। পরদিন দিল্লির সংবাদপত্রে এবং এ রাজ্যের সংবাদপত্রগুলি তাই এতবড় একটি সংবাদকে ছাপার সাহস দেখাতে পারেনি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'দ্য হিন্দু' পত্রিকা তার দিল্লি সংস্করণে পার্লামেন্ট অভিযানের সংবাদ ছবি সহ প্রকাশ করলেও, কলকাতা সংস্করণে কোন খবর ছিল না। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র দিল্লি সংস্করণে যানজটের ছবি সহ মানুষের ভোগান্তির খবর ছেপেছে। কলকাতা সংস্করণে কিছু নেই। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ ছোট করে খবর ছেপেছে। আর রাজ্যের স্বঘোষিত 'অভিভাবক' আনন্দবাজার পত্রিকাতে এই খবর থাকার কথাও না, এক লাইনও ছিল না। শাসকশ্রেণী ও তাদের কর্পোরেট বন্ধুরা দিল্লির বুকে শ্রমজীবীদের এত বড় সমাবেশ দেখে ভয় পেয়েছে। তাই তো ঐ দিনই বিকেলে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পার্লামেন্ট অভিযানের আহ্বায়ক ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করার সময় দিতে বাধ্য হয়েছেন। সেই বৈঠকে কিছু দাবি নিয়ে ইতিবাচক মনোভাবও প্রধানমন্ত্রী ব্যক্ত করেছেন। দেশের শ্রমজীবী মানুষ লক্ষ্য রাখছে কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী পদক্ষেপের দিকে।

দাবি পূরণ না হলে আরও বড় সংগ্রামের জন্য যে শ্রমজীবীরা প্রস্তুত তার ইঙ্গিত ফুটে উঠল ১২ ডিসেম্বর'১৩ পার্লামেন্ট অভিযানে।

বি এম এস, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, সি আই টি ইউ, টি ইউ সি সি, এ আই সি সি টি ইউ, এ আই ইউ টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি, এল পি এফ এবং এস ই ডব্লু এ এই ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, বীমা, বিএসএনএল ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় ফেডারেশনগুলির আহ্বানে দশ দফা দাবিতে শ্রমজীবীদের বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ দিল্লিতে সংগঠিত হল পার্লামেন্ট অভিযান কর্মসূচী। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী মূল সমাবেশ পরিচালনা করে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইএনটিইউসি নেতা অশোক সিং বলেন, স্বাধীনতার পর প্রথম বারের জন্য কয়েক বছর ধরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করছে সব ট্রেড ইউনিয়ন। কারণ ঐক্য ছাড়া দাবি আদায় করা যাবে না। আজ যারা গান্ধীজীর নামে দেশ চালাচ্ছে তারা গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী মানে না। অবাধে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ চলছে তাদের ন্যূনতম মজুরী মেলে না। ঠিকাকর্মীদের মজুরী স্থায়ী কর্মীদের মতোই হওয়া দরকার। প্রধানমন্ত্রী এতে সহমত হলেও তা রূপায়ণে কোন উদ্যোগ নেননি। তিন বছর ধরে আমাদের দাবিসনদের ফাইল কেন্দ্রে পড়ে রয়েছে। আগামী দিনে আরো বড় সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে। দাবি আদায়ে আজ শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে হবে। তাহলে এই শোষণের অবসান ঘটানো যাবে।

এআইটিইউসি নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেন, মেহনতি মানুষের এই শক্তি দেখে শিক্ষা নিক সরকার। সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলছি, দাবি মানুন। নয়তো একদিন পুরো সংসদ ভবন ঘেরাও করে রেখে দেবে মেহনতি মানুষ। কেউ তা রুখতে পারবে না। আজ মেহনতি মানুষ একজোট হয়েছেন। এই সমাবেশের চেহারা দেখে এবার প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগোষ্ঠী শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছেন। কেন্দ্রের সরকার নানা উপায়ে টাকা চুরি করবে অথচ শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে টাকা নেই। দু'দিনের ধর্মঘটেও সরকারের কোন সাড়া নেই।

সিআইটিইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন, আমরা চার বছর ধরে কেন্দ্রের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি। কিন্তু দরজা আর খুলছে না। মূল্য বৃদ্ধি চরম পর্যায়ে যাচ্ছে। ঠিকা প্রথায় লোক নিয়োগ ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কেন্দ্রের সরকারের কাজ হল কর্পোরেটদের দালালী করা। মারুতি কোম্পানীর পক্ষে সরকার দালালী করছে বলেই ঐ কারখানার কয়েকজন শ্রমিক বিনা অপরাধে এক বছরের উপর জেলে বন্দী রয়েছে। কর্পোরেটদের এই সরকার শ্রমিকদের জন্য যে দরজা বন্ধ রেখেছে সেই দরজা এবার ভেঙে ঢুকে পড়ার সময় এসেছে। তবেই তো বাধ্য হবে নীতি বদলাতে। নীতি বদল না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ এই লড়াই জারি থাকবে।

সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হরভজন সিং সিন্ধু (এইচএমএস), সত্যবান (এআইইউটিইউসি), এসপি তেওয়ারি (টিইউসিসি), শিখা (এসইডব্লুএ), সন্তোষ রায় (এআইসিসিটিইউ), অবনী রায় (ইউটিইউসি) এবং এম সম্মুগম (এলপিএফ)।

সমাবেশ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেন। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের দাবিদাওয়া 'ন্যায় সঙ্গত' বলে স্বীকার করে বলেন, মন্ত্রিগোষ্ঠীকে দ্রুত উদ্যোগ নিতে বলা হবে। মন্ত্রিগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি-র সঙ্গেও দেখা করেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। □

মানস কুমার বড়ুয়া

১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটের পথে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা

সকলের জন্য পেনশন, ঠিকা শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ, মহার্ঘভাতা সংযুক্তিকরণ, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে অন্তর্বর্তী রিলিফ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ বন্ধের দাবি সহ ১৫ দফা দাবিতে আগামী ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি, ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণ করলো কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা। ১০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কনফেডারেশনের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশব্যাপী বহুবিধ আন্দোলনের পরে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন ঘোষণা করলেও ঐ কমিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনও রূপ পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। বিপুল পরিমাণ শূন্যপদ পূরণের কোনও ইতিবাচক উদ্যোগও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটেই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জাতীয় কনফেডারেশন দুদিন ব্যাপী এই ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। দেশের ১২ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে এই তীব্র লড়াইয়ের পথে যেতে চলেছেন। আগামী ২১ জানুয়ারি এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে নোটিস প্রদান করা হবে।

১৬ জানুয়ারি'১৪ কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে আয়োজিত কে জি বসু স্মারক বক্তৃতা সভায় এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ববৃন্দ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

(একাদশ পৃষ্ঠার পর)

কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে সাড়া দেবেন না, সেই সাধ্য কোথায়। তিনি বলেন, গণসংগীত যদি ফুলের বাগান হয় তবে লোকসংগীত তার বেড়া। প্রতিবাদের প্রতিরোধের গণসংগীত, লোকসংগীতে তার অস্ত্রসম্ভার। শুভেন্দুদার ছাত্রী তাপসী রায়চৌধুরী ঝাড়গ্রামের মাহাতোদের ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চণ্ডালিকার বিখ্যাত গান 'জল দাও' গানটি পরিবেশন করেন। এছাড়াও রবীন্দ্র সংগীত, লোকসংগীত গেয়ে শোনান। চা-বাগানের শ্রমিক নেতা মুকুন্দ তেলীর চা-বাগানের গান, লালনের গান মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণার গান তার অন্যতম অস্ত্র।

এই পর্বের অন্যতম সাক্ষর স্পন্দনের নাটক। প্রথম নাটক অমল রায়ের (বন্দীশালার ডাক) সংগ্রামী মানুষ কখনোই শাসকের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। বন্দীশালায় অবধারিত মৃত্যু জেনেও সংগ্রামের পতাকাকে ঊর্ধে তুলে ধরেন। কোন প্রলোভন, কোন চাতুরী তাকে লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। দ্বিতীয় নাটক বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার আজীবন ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক বার্টোল ব্রেখটের (সম্রাট ও ভিক্ষুক)। সরাসরি জনগণের মধ্যে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যে নাটকের মাধ্যম তা স্টেজের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে প্রাণ সঞ্চারে একটু গতি তো রুদ্ধ হয়েইছে। কিন্তু কারো কারো কাছে আজকের ওই সংকটে ফ্যাসিবাদের সেই কালো দিনগুলির সাযুজ্য এই সময়, তার প্রতিবাদে এই নাটক যেন অন্ধকার অমানিশায় সংগ্রামের পথ-মশাল। সমুদ্র এখানে অনন্য। এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সংলাপ। আবেগের উপরে স্থান পেয়েছে যুক্তি হাজির হয়েছে তার তীক্ষ্ণতা নিয়ে, পারস্পরিক কথোপকথন মিথ্যা কুয়াশার জাল ছিন্ন করে যুক্তির গ্রাহ্যতায় উপস্থিত হয় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র। তার শ্রেণী নিষ্পেষনের হাতিয়ারের নির্মম সত্যটি। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনায় এই নাটক সংগ্রামের তথা প্রতিরোধের দিনলিপি।

তৃতীয় দিনে সংগীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসংগীতে স্মৃতিকণা দেব এবং লোকসংগীতে স্বাগত দে। দু'জনেই রবীন্দ্রনাথ এবং লোকগানকে দর্শকদের মণিকোঠায় প্রবেশ করাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া সংগ্রামের কবিতা আবৃত্তি করেছেন অসীম আঢ্য।

নাটক রক্তকরবী পরিচালক নাট্যবন্ধু অশোকনগর পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে নিষ্পেষিত হয় এর চেয়ে ভালো বর্ণনা আর কিভাবে সম্ভব। রক্তকরবীর গানে, কবিতায়, সংলাপে উপস্থাপনায় আলোয় আলোয় মুক্তির ইশারা। রঞ্জনের আত্মত্যাগ সার্থক হয় চির নবীনা মুক্তির প্রাণপ্রতিমা নন্দিনীর চির-আনন্দ বহমানতায়। তাই এই নাটক উপস্থাপনায় জীবনের স্রোতধারার ছবি, শোষণের যাঁতাকল থেকে মানব মুক্তির বন্দনা। প্রকাশিত করে "ওদের মদের ভাড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একবারে গায়ে গায়ে।"

রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, বসে আঁকো, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা নিয়ে যে প্রতিযোগিতা হয় তার স্থানাধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ এবং তাঁরা আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি পরিবেশন করেন।

২৭-৩০ ডিসেম্বর রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মূলমঞ্চে, সাংস্কৃতিক মঞ্চে এবং প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় গানের স্কোয়াড এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গানের স্কোয়াড। অনুষ্ঠানের একদম শুরুতে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের সময়ের গানটি 'আমরা তো জেগে আছি সহস্র চোখ... কমরেড প্রিয় সাথী... উত্তর ২৪ পরগনা গানের স্কোয়াডের ওই শহীদ বন্দনা শহীদের রক্তঝরা পথে চেতনায় আলোকিত এই গভীর অন্ধকারে পথ চলা।

শেষ পর্যায়ে যে কথাটি বলতেই হবে সাংস্কৃতিক উপসমিতি তাদের আহ্বায়কের নেতৃত্বে সমস্ত অনুষ্ঠানসূচীকে সফল করবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস। অনুষ্ঠানে কোথাও কোন খুঁত নজরে পড়তে দেননি। পাশাপাশি অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের উজ্জ্বল উপস্থিতি, এবং তাদের নেতৃত্বে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর্মচারী মানসে, দর্শক মানসে এক সংগ্রামী চেতনার দীপ্তস্বাক্ষর।

সাংস্কৃতিক প্রবাহের সব ধারাতেই কিছু কিছু মুহূর্ত হয়। যেগুলি শুধুমাত্র মুহূর্ত হিসাবেই জরুরী নয় এবং সেগুলি শুধু মুহূর্তে আটকে থাকে না, ঘটনার স্থায়ীরূপে তৈরী হয় নতুন ইতিহাস, চলমানতার নতুন সংজ্ঞা-

'ও আলোর পথযাত্রী এযে রাত্রি এখানে থেমো না
...তব ছিন্নপালে জয়ের পতাকা তুলে সূর্যতোরণ দাও হানা।
...আহ্বান, শোনো আহ্বান, আসে আহ্বান
মাঠ, ঘাট, বন পেরিয়ে
দুস্তর, বাঁধা প্রস্তর ঠেলে বন্যার মতো সরিয়ে
আহ্বান, শোনো আহ্বান...। □

প্রিয়ব্রত ভৌমিক, পরমেশ দে

প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র

(দ্বাদশ পৃষ্ঠার পর)

প্রণব চট্টোপাধ্যায়।

প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত কমরেড অজয় মল্লিককে একজন জ্ঞানপিপাসু মানুষ বলে উল্লেখ করেন। নিজের কর্মীসত্তাকে শক্ত বুনিয়াদে দাঁড় করাতে মতাদর্শের তাত্ত্বিক চর্চায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। তত্ত্বকে গভীরভাবে আত্মস্থ করে তার প্রয়োগে তিনি ছিলেন কুশলী। গভীর জ্ঞান চর্চা করেই তিনি তা আয়ত্ত করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি, অর্জন করেছিলেন বিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্যের স্নাতক ডিগ্রি। অর্জন করেছিলেন আইনচর্চায় এল এল বি ডিগ্রি। সরকারী আইন কানুন আত্মস্থ করে তা কর্মচারী স্বার্থে প্রয়োগ করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। হয়ে উঠেছিলেন কর্মচারীদের বিশ্বস্ত বন্ধু।

পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করে তিনি ব্রেখটের 'মা' নাটকের চরিত্র পভলভের 'ধর বই ওটা হাতিয়ার' উক্তি উল্লেখ করে বইকে হাতিয়ার করার আহ্বান জানান। সম্মেলন মঞ্চ শুধুমাত্র নিরস আলোচনার জায়গা নয়। পরিস্থিতির গভীর অনুধাবনেরও মঞ্চ। সম্মেলনে সমবেত কর্মী নেতৃত্ব ও তাদের অনুগামী সমাজ যাতে বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে আগামী দিশা নির্ণয়ে সঠিক অবস্থান নিতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই বিপনন কেন্দ্রকে ব্যবহার করতে বলেন।

তিনি আরও বলেন বর্তমান সময়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে লগ্নী পুঁজির অন্যতম হাতিয়ার হল প্রচারমাধ্যম। আমাদের চারপাশের বেশির ভাগ প্রচারমাধ্যমই পুঁজিবাদের সমর্থক বা তাদের মতাদর্শের ধারক বাহক। লগ্নী পুঁজির নির্দেশে ঐ প্রচারমাধ্যম, আমাদের মগজকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাদের স্বার্থে। এই বেপথু করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমাদের চেতনাকে আরো ধারালো করতে একমাত্র বিকল্প আমাদের মুখপত্রগুলি ও প্রগতিশীল পুস্তক পাঠ ও জ্ঞানচর্চা। সময়কে আত্মস্থ করতে ও সমাজকে গভীরভাবে জানতে পুস্তকপাঠ ও জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য।

বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি আমাদের তথ্য জানতে সাহায্য করে, প্রশ্নের উত্তর যোগায়। কিন্তু পুস্তকপাঠ ও জ্ঞানচর্চা প্রশ্ন করতে শেখায়, তাই পুস্তকপাঠের কোনো বিকল্প নেই। সপ্তদশ সম্মেলন মঞ্চের এই পুস্তক বিপনন কেন্দ্রটি আমাদের সেই বোধীর সলতে পাকাতে পারলে তার সার্থকতা থাকবে ও সকলে তার প্রয়াসী হবে। পুস্তক ক্রয়, সংগ্রহ, পাঠ ও অনুশীলনই পারে বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি জয় করতে। এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ থাকে প্রতিটি প্রতিনিধি বন্ধুকে ন্যূনতম ২০০ টাকা মূল্যের বই সংগ্রহের আহ্বান সংগঠনের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় সমস্ত প্রতিনিধি সাথীরা উপরোক্ত আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ধরনের (রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি) প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার বই প্রতিনিধি সাথীরা ক্রয় করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বুকস্টলে নিয়োজিত কর্মীরা যেভাবে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন তা সংগ্রামী অভিনন্দনযোগ্য। সপ্তদশ সম্মেলনে চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে বুকস্টলের এই ভূমিকা অনুকরণযোগ্য হয়ে উঠুক কর্মচারীসমাজের কাছে এটাই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যপূরণে এই বুকস্টল থেকে বিক্রিত বই আগামী দিনেও চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে পথ দেখাবে। □

প্রিয়ব্রত ভৌমিক

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

পশ্চিমবাংলার এক প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করে সংগঠনের উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা কমিটি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস মে দিবসের দিনে অর্থসংগ্রহের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রচার প্রস্তুতির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। পরবর্তীতে ১ জুন ২০১৩ গঠিত হয় অভ্যর্থনা কমিটি। তারপর থেকে দীর্ঘ ছয়মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে অভ্যর্থনা কমিটির নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক এই সম্মেলনকে সর্বাঙ্গীন সফল করেছেন। তাঁদের পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার কথাই সংগ্রামী হাতিয়ারকে শোনালেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক খগেন নাগ।

★হাতিয়ার

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রাথমিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কাজ ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়?

•সম্পাদক

২৪ পরগনা জেলা বিভাজন হয় ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ। অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলায় কখনও রাজ্য সম্মেলন হয়নি। ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুরে। তখন থেকে সপ্তদশ সম্মেলনের আগে পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কখনো রাজ্য সম্মেলন করার দায়িত্ব পায় নি, স্বভাবতই জেলার কর্মচারী নেতৃত্বের তীব্র আকাঙ্খা ছিল রাজ্য সম্মেলন করার। এমতাবস্থায় ৩০ মার্চ ও ১ এপ্রিল '১৩ রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে এই জেলায় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই ঘোষণার পর ৭ এপ্রিল ২০১৩ জেলায় বর্ধিত কাউন্সিলসভা করে জেলার প্রতি ব্লক/মহকুমা ও সমিতির মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত রাজ্য কাউন্সিল সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার আগে জেলা কমিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পর বর্ধিত জেলা কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তে ১ মে থেকে বিশেষ তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয় জেলাসদর সহ চারটি মহকুমায়। প্রথম দিনই কর্মচারীদের অভূতপূর্ব সাড়ায় একদিনেই ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার তহবিল সংগৃহীত হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে ১ জুন '১৩ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারকে সভাপতি করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ২৩ জন উপদেষ্টাসহ ১২৫ জনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সভায় সমিতিভবনে বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর সমাবেশ ঘটে।

★হাতিয়ার

অভ্যর্থনা কমিটির পরিচালনায় কতগুলি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে ও কতজন কর্মী সংগঠক এতে যুক্ত হয়েছেন?

• সম্পাদক

সম্মেলন কেন্দ্রিক কাজকর্ম পরিচালনায় মোট ১২ টি উপসমিতি গঠন করা হয়, যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩৮ জন।

★হাতিয়ার

সম্মেলনের সামগ্রিক কাজ শৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন করার জন্য কতজনকে দায়িত্ববদ্ধ করা হয়েছে? এর মধ্যে মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সহ স্বেচ্ছাসেবক কতজন?

• সম্পাদক

জেলার প্রতিটি সমিতি ও ব্লক/ মহকুমাস্তর পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মীতালিকা চেয়ে পাঠানো হয় এবং তালিকা আসে ৪৫০ জনের। ৩০০ জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরে ২৮৬ জনকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ৪৭ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা আছেন।

★হাতিয়ার

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে প্রচারের কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল? প্রচার ঠিক কবে থেকে শুরু হয়?

• সম্পাদক

৭ এপ্রিল '১৩ বর্ধিত জেলা কাউন্সিল সভা থেকে ব্লক/ মহকুমা স্তর পর্যন্ত সফরের কর্মসূচী গৃহীত হয়। এছাড়াও সমিতির জেলা সম্পাদকদের নিয়ে সভা করা হয়। সম্মেলন তহবিলের ক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সমিতি এই দুটি কাঠামোকেই ব্যবহার করা হয়।

প্রতিটি সমিতির নেতৃত্বদের নিয়ে টিম করে ব্লকের প্রতিটি দপ্তর ধরে তহবিল সংগ্রহের সফর করা হয়, যাতে ব্যাপক সাড়া মেলে। এই জেলায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কোন কেন্দ্রীয় সফর হয় নি, তাই রাজ্য সম্মেলনের প্রচারকার্যে ৯,১০,১১ ও ১২ ডিসেম্বর '১৩ চারটি মহকুমায় কর্মীসভার আয়োজন করা হয়, এই কর্মী সভাগুলিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসাবে বক্তব্য রাখেন — অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ কান্তি গুহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত ভট্টাচার্য্য।

রাজ্য সম্মেলনের বার্তা কর্মচারী পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা পরিবার পরিজনকে আবৃত করে কুইজ সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী করি এবং এই রাজ্য সম্মেলনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

গত ১৩ ডিসেম্বর তারিখে আমরা রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী করি, যেখানে রক্তদান করেন ৮২ জন কর্মচারী বন্ধু।

রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ১ ডিসেম্বর '১৩ বারাসত শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মী নেতৃত্বকে যুক্ত করে বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। অশোকনগর স্টেশন থেকে কচুয়া মোড় পর্যন্ত প্রায় ৫ কি.মি. রাস্তায় ১ ঘন্টা ধরে। এরপর ২৩ ডিসেম্বর ১০০০ কর্মচারীকে নিয়ে মিছিল হয়, ফলে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। চৌরঙ্গী মোড়ে পথসভা হয় ২৪ ডিসেম্বর। প্রচার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে আমরা চেন ফ্ল্যাগ, পোস্টার, দেওয়াল লিখন, হোর্ডিং, মূল প্রবেশদ্বার সহ শহরের বিশেষ জায়গাগুলিতে একাধিক তোরণ নির্মাণ করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য অশোকনগরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে লাল আলোর মালায় সাজানো হয়। প্রতিটি মালায় ১৭টি করে আলো লাগানো হয়।

★ হাতিয়ার

১২ই জুলাই কমিটির অন্তর্গত অন্যান্য সংগঠনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার এবং জেলার প্রবীণ নেতৃত্বকে যুক্ত করার প্রশ্নে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কি না?

• সম্পাদক

১২ই জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির জেলা নেতৃত্বদের উপদেষ্টামন্ডলীতে রাখা হয়, এছাড়া এই সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যাঁরা এই জেলায় বসবাস করেন তাঁদেরও এই উপদেষ্টামণ্ডলীতে রাখা হয়। এই উপদেষ্টামণ্ডলীতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলার প্রাক্তন নেতৃত্বদের ২৩ জনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

★ হাতিয়ার

রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এই জেলার কর্মচারী সহ গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতিক্রিয়া কি?

• সম্পাদক

রাজ্য সম্মেলনকে ঘিরে প্রচার প্রস্তুতিতে অশোকনগর সহ সমগ্র জেলার কর্মচারী সহ সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উৎসাহী এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধীরাও অভিভূত। বিরোধী পৌরসভা হওয়া সত্ত্বেও বিবেক উৎসবকে কেন্দ্র করে

(ডানদিক থেকে) সুতপা হাজরা, খগেন নাগ শাশ্বতী মজুমদার ও কুমকুম মিত্র

পৌরপ্রধান ও সহ পৌরপ্রধান এলেও সমগ্র সম্মেলন স্থল ঘুরে দেখে গেছেন। মিছিল ও পথসভাগুলির প্রভাব পড়েছে দারুণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে পোস্টার ছেঁড়া বা পোস্টারের উপর পোস্টার মারার মত প্ররোচনাকেও হার মানিয়ে কর্মী নেতৃত্ব নিজেদের সংযত রেখে সম্মেলনকে বাদ-বিসম্বাদ এড়িয়ে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছেন। বামপন্থী যুব সংগঠন এবং মহিলা সংগঠনের জেলা নেতৃত্বও এই প্রচার প্রস্তুতিকে দারুণভাবে প্রশংসা করেছেন। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে এবং করার আশ্বাস দিয়েছে (সম্মেলন চলাকালীন তা লক্ষ্য করা গেছে)। সম্মেলন চলাকালীন কোন রকম সমস্যা তৈরী হলে তা মোকাবিলার জন্য জেলার গণতান্ত্রিক মানুষ তৈরী আছেন। সম্মেলনের শেষ দিনে প্রকাশ্য সমাবেশে জেলার কর্মচারী ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি সম্মেলন জেলার সংগঠনকে আরও সংহত করবে।

★হাতিয়ার

প্রতিনিধিদের অস্থায়ী বাসভবনের জন্য কতগুলি বিদ্যালয় ব্যবহার করা হয়েছে; অনুমোদন প্রদান ও সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও পৌর প্রশাসনের ভূমিকা কেমন?

• সম্পাদক

প্রতিনিধিদের অস্থায়ী বাসভবনের জন্য আমরা মূলত চারটি বিদ্যালয়কে ব্যবহার করেছি। এরমধ্যে তিনটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বামবিরোধী। আমরা ম্যানেজিং কমিটির কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তাদের অনুমোদন সাপেক্ষেই করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'বিদ্যাসাগর বাণী নিকেতন' - এর ম্যানেজিং কমিটি বিরোধী হলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বা উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা স্কুলের একটি হলঘরের (৭০ ফুট লম্বা) মেঝে পাকা করে দিই প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ করে। এছাড়াও অতিথিদের রাখার জন্য আরো কিছু বিয়ে বাড়ী যেমন—কুসুম, মাঙ্গলিক ইত্যাদি নিই।

রাজ্য সম্মেলনের সমগ্র কাজ সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন করার জন্য নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এবং সম্মেলনের সার্বিক সাফল্যে পুলিশ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সহ পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতা আমরা পেয়েছি।

★হাতিয়ার

সম্মেলন সংগঠন তহবিলে কর্মচারীদের সাড়া কেমন?

• সম্পাদক

২০১২ সাল অপেক্ষা ২০১৩ সালে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা শতাংশের বিচারে বেড়েছে। ২০১৩র সদস্য সংখ্যা ৬২০০, এদের মধ্যে ৬ হাজার কর্মচারীর কাছে তহবিলের আবেদন নিয়ে পৌঁছানো গেছে। মূলত ৫০/১০০/১৫০ টাকার কুপনের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ১ মে ২০১৩ তে বিশেষ তহবিল সংগ্রহ অভিযানে একদিনে ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তহবিল সংগ্রহে বিরোধী সংগঠক ও বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে আবেদন রেখেছি এবং সাড়াও পেয়েছি। সাক্ষাৎকার দেওয়া পর্যন্ত সময়ে সংগৃহীত তহবিলের পরিমাণ ২৭ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন ব্লক ও মহকুমায় সংগৃহীত তহবিল যা এখনো জেলায় এসে পৌঁছায়নি তাকে যুক্ত করলে মোট তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩০ লক্ষ যা সুন্দরভাবে এই সুবিশাল কর্মকান্ড পরিচালনায় ব্যয়িত হবে।

★হাতিয়ার

এই জেলার বৈচিত্রপূর্ণ সংগ্রামী ঐতিহ্যকে কর্মচারীদের কাছে তুলে ধরার কোনো উদ্যোগ কী নেওয়া হয়েছে?

• সম্পাদক

জেলার বৈচিত্রপূর্ণ ঐতিহ্য বা ইতিহাস অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শিক্ষাবিদ মাননীয় পবিত্র সরকারের মুদ্রিত বক্তব্যে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে সাথে জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সময় বিরোধী শক্তির আক্রমণের এবং তার মোকাবিলার ছবি — শহীদবেদী, সম্মেলন মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং হলের বিভিন্ন প্যানেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের বহু কবিতার উদ্ধৃতি সহ মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবিগুলি এঁকেছেন জেলার এস এ এইচ এস এসোসিয়েশনের একজন সদস্য দেবব্রত মন্ডল।

★হাতিয়ার

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় স্তর এবং জেলাগুলি থেকে কিরকম সহযোগিতা পেয়েছেন?

• সম্পাদক

সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে সুপরামর্শ, আলোচনা ও সমস্ত রকম সহযোগিতা চাহিদা মতোই পাওয়া গেছে। জেলাগুলিও তাদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছে। যেমন পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সম্মেলন উপলক্ষে ৩ কুইন্টাল 'দুধেশ্বর' চাল দিয়েছে, মালদহ দিয়েছে ৪০ কেজি আমের চাটনি, নদীয়া দিয়েছে সরপুরিয়া, মুর্শিদাবাদ দিয়েছে ছানার বড়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি দিয়েছে চা এবং কোচবিহার নগদে অর্থ সাহায্য করেছে। এইভাবে সকলের সহযোগিতায় সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সফল হয়ে উঠেছে। ◻

প্রকাশ্য সমাবেশ

(দ্বাদশ পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করেছে।

প্রণব চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত ৩৪ দফা দাবি প্রস্তাবে দু-তিনটি প্রস্তাবই শুধু কর্মচারী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তাবই সারা ভারতবর্ষের এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের অভিন্ন স্বার্থ সম্বলিত। এরপর তিনি বলেন, প্রশাসন রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সম্মেলনে আগত বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের বক্তব্যে ধরা পড়েছে যে প্রশাসনিক কাজকর্মে সেই নিরপেক্ষ ভূমিকা রক্ষিত হচ্ছে না। সম্প্রতি এ রাজ্যে সংঘটিত পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস হতে যেভাবে দেখা গেছে - বিগত ৩৪ বছরের শাসনকালে সে অভিজ্ঞতা এরাজ্যের মানুষের ছিল না।

তিনি বলেন, এ রাজ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল বলেই ৪৯ শতাংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে পেরেছে। সর্বস্তরের নির্বাচনেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করার এই ভয়ঙ্কর প্রবনতা দেখা দিচ্ছে। ৭০-৭৭ বারোশো বামপন্থী কর্মীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে বিপন্ন করার চক্রান্তে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কখনোই মেনে নেবে না। সম্মেলন থেকে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। নব্য উদারনীতির আক্রমণ যেভাবে সর্বস্তরের জনজীবনের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। এ রাজ্যে বর্তমানে যে নৈরাজ্য চলছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের সময় রাজ্যের উন্নয়নের যে কর্মসূচীগুলি নেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত আজ ধ্বংস হতে বসেছে। অন্যদিকে বর্তমান সরকার গত আড়াই বছর ধরে যে বিপুল পরিমাণ ঋন নিয়েছে, অতীতের কোন সময়ের থেকে তা বহুগুণ বেশী। অথচ উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে বামফ্রন্ট সরকার কে এই ঋণগ্রস্ততার জন্য দায়ী করে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য জনক পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছে, বর্তমান ছাত্র সমাজের ওপর তার প্রভাব হবে অত্যন্ত মারাত্মক। রাজ্যের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সেই প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

একদিকে কোষাগারে অর্থাভাবের কারণপ দেখিয়ে যখন জনগণের উন্নয়নের কাজ হচ্ছে না, কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বাকি তখন বিভিন্ন ক্লাবকে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

সারদা কেলেঙ্কারির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরফলে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এরাজ্যের দরিদ্র মানুষ। বামপন্থীরা বারবার সিবিআই তদন্তের দাবি করা সত্ত্বেও কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজী হচ্ছে না? ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু একই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, এটাই স্বচ্ছতার উদাহরণ। সারদার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে জনগণের টাকায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কেন? এই কী সততার প্রতীক? শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্যদের আর্থিক দুর্নীতির উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের নারী নির্যাতনের একটি অন্য মাত্রা আছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম এরাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অথচ, তাঁর সময়ে নারীদের প্রতি অপরাধে সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। এ তথ্য জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর, কোনো বামপন্থীর তথ্য নয়। কামদুনির ঘটনা, কাটোয়ার ঘটনা, মধ্যমগ্রামের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্ষকের শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। বরং ধর্ষিতার পরিবারকে অর্থের প্রলোভন, চাকরির প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে— এর অর্থ কী? মুখ্যমন্ত্রী একাধিক বার ধর্ষণের ক্ষেত্রে বলেছেন 'সাজানো ঘটনা', চম্পলা সর্দারের ঘটনা যিনি সাজিয়েছিলেন তার পক্ষেই একথা বলা সম্ভব।

তিনি বলেন, ইউপিএ সরকারের ব্যর্থতার সুযোগে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে সাম্প্রদায়িক বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে সাম্প্রদায়িক শক্তি জায়গা পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ মাটি কলুষিত হয়েছিল। সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞে যার হাত রক্তাক্ত সেই নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে বিজেপি আবার ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিভাজন সৃষ্টির রাজনীতি করছেন। অত্যাচারীরা, স্বৈরাচারীরা, প্রতিক্রিয়াশীলরা, ফ্যাসিস্ট প্রবণতা নিয়ে যারা চলে তারা কোনোদিন ইতিহাস তৈরি করে না। তাদের স্থান হয়—ইতিহাসের ডাস্টবিনে ইতিহাস তৈরি করে জনগণ, শ্রমিক কৃষক, শিক্ষক সরকারী কর্মচারী সবাই মিলে। আগামী দিন তাই সংগ্রামী জনগণের।◻

বিশেষ অতিথিবৃন্দ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

যেভাবে লড়াই চালাচ্ছেন, তার জন্য লাল সেলাম। স্বাধীনতার পর মানুষ সরকারী সংস্থাগুলিতে কাজ পেত। ১৯৯১ সালের পর থেকে উদারীকরণের ফলে অবস্থা বদলে গেছে। এখন বিকাশ হবে, দেশ এগোবে, মানুষ কাজ পাবে না। ১৯৯১ সাল থেকেই অবস্থা একইরকম চলে আসছে চাকুরী ক্ষেত্রে। তাহলে কী লাভ হল? টাকার দাম ক্রমাগত পড়ছে। যার তাঁবেদারী প্রধানমন্ত্রী করছেন, সেই আমেরিকাই এখন সঙ্কটগ্রস্ত। তারা এখন থাবা গাড়ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। ফলে সে সব জায়গায় একই দেশের মধ্যে আর একটি দেশ গড়ে উঠছে—গরিবের দেশ আর ধনীদের দেশ! সেই দেশগুলিতে বিলিওনিয়ার বাড়ছে, গরিবও বাড়ছে, বাড়ছে কৃষকের আত্মহত্যা। এখানে ১৯৯২ সালে ২২ শতাংশ লোক ভূমিহীন ছিল, এখন ৪১ শতাংশ! চুক্তি প্রথা, আউটসোর্সিং বাড়ছে। উৎপাদনের ভাগে মজুরীর অংশ কমছে। এতে পুঁজিপতির লাভ বাড়ছে, মজুরী কমছে। দেশে এখন ৫৭ শতাংশ মানুষ পানীয় জল পান না, শৌচালয় পান না ৪১ শতাংশ মানুষ। সরকারের নীতিতে এখন দেশে উচ্চ করদাতারা ছাড় পাচ্ছেন, ভর্তুকী কমছে গরিবের। কংগ্রেসের এক হাত এখন সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ে, আর এক হাত গরিবের গলায়। ২০১২-১৩ সালে দেশে ৫.২২ লক্ষ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট অথচ ৫.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড়!

দেশে দুর্নীতি এখন চরম জায়গায় পৌঁছে গেছে। এ দিক দিয়ে কংগ্রেস-বিজেপি একে অপরের পরিপূরক। নানা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ যোগ করলে ১০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এই সবটাই সরকারের ক্ষতি। পি এফ আর ডি এ বিলকে গত ইউ পি এ সরকার চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছিল, এবারে বিজেপি-র সাহায্যে পাশ করিয়ে নিয়েছে। আসলে বিজেপিও কংগ্রেস সরকারের আর্থিক নীতিকে সমর্থন করে।

এগুলির বিরুদ্ধে গত দুটি ধর্মঘটে ১২ কোটি মানুষ অংশ নিয়েছেন। এখন আর শুধু সরকার বদলালে হবে না, বদলাতে হবে সরকারের নীতি। প্রথমে বামপন্থীরা এইসব আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দিত, এখন সবাই এগিয়ে আসছে। সেজন্যই ওরা এখন ভয় পেয়েছে। তাই কোনো আলোচনাই করতে দেয় না কোথাও। লোক এখন বিজেপি-কংগ্রেস দুই দলেরই বিরুদ্ধে বিকল্প থাকলেই সে দিকে যাচ্ছে। আম আদমি পার্টি এর উদাহরণ। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনে কর্মচারীদের আলাদা দায়িত্ব আছে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন চেষ্টা করছে। আপনারাও আগের মতো এগিয়ে আসুন। জোর করে এখানে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবু আপনারা যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে এগোচ্ছেন। আমি নিশ্চিত সন্ত্রাস ভেদ করে জয়ী আপনারা হবেনই। বাংলা সারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে এক সময়ে। এখন খারাপ সময়ে পুরো দেশ আপনাদের সঙ্গেই আছে।

এই রকম সন্ত্রাস হরিয়ানাতেও। সেখানে ১৩-১৪ ডিসেম্বর আমরা হরতাল করেছি। ২ লক্ষ কর্মচারী এতে অংশ নিয়েছেন। অনেক দাবি আদায় হয়েছে। এতে কিন্তু পুরো জয় এখনো আসেনি। আগামী ২১-২৩ জানুয়ারি বাহাত্তর ঘণ্টার ধর্মঘট ফের হবে। আপনাদের সমর্থন দরকার।

শিবশঙ্কর রায় (১২ই জুলাই কমিটি)ঃ অভিনন্দন, সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি। অনেক দিন পর এক শত্রুভাবাপন্ন সরকার রাজ্যে আসীন। '৭৭-এর আগের কর্মচারীরা জানেন কিভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়। আজকের সাথীদের প্রয়োজন পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদেরকে গড়ে তোলা। সরকারী কর্মসূচী রূপায়ণ করেন সরকারী কর্মচারীরা। এতদিন তাঁদের শ্রমজীবী মানুষের পক্ষের কাজকে রূপায়িত করতে হত, এখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বারংবার নিজেদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে এসেছেন, সংহতি জানিয়ে এসেছেন সমশ্রেণীর লোকের আন্দোলনের প্রতি। ১২ই জুলাই কমিটির সাথে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গণ-আন্দোলনকে পুষ্ট করে এসেছে। এখনো তারা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করবে। কিন্তু এই সরকার নিওলিবারেল দর্শনের সরকার। তাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি একে সাহায্য করতে পারবে না জেনেই আক্রমণ চালাচ্ছে তারা। এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। খুব অস্বাভাবিক গতিতে এই আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে—এমনকি সিদ্ধার্থ-জমানার থেকেও দ্রুত। এখন শ্লোগান দিলেও বদলী করা হচ্ছে, ন্যায্য দাবিদাওয়াকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী ডি এ-র দাবিকে অস্বীকার করার পর তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। কর্পোরেট লবির লোক হিসেবেই মুখ্যমন্ত্রী ও মিডিয়ার প্রিয়পাত্র তিনি।

সংগঠন করার কোনো অধিকার এখন থাকছে না। টি ইউ অফিস দখল করা হচ্ছে রোজ। কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে সংগঠন ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। নতুবা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। কর্মচারীরা তোলাবাজীর শিকার হচ্ছেন, নতুবা উৎখাত হচ্ছেন। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আক্রমণের পাশাপাশি সমস্যার আর একটা দিক হল, কর্মচারীদের মানসিকতাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আয় স্তর এর একটা কারণ। অভাব আর নেই। আত্মকেন্দ্রিকতা আসছে। কর্মসূচিতে যোগদান কর্মচারীরা আগেও এড়াতো, কিন্তু সেটা ভয়ে নয়। এখন ভয়ে কিছু, আরামপ্রিয়তার জন্য আরো কিছু। ফলে প্রবীণদের তুলনায় নবীনদের সংখ্যা বেশ কিছু ক্ষেত্রে কম হচ্ছে। এই বিষয়টাকে কাটাবার পথ বার করতে হবে। নিজে ভালো থাকার প্রবণতা কাটাবার পথ না পেলে সবাই ভালো থাকার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং এক নতুন ধরনের লড়াই গড়ে তোলার দরকার আছে। যৌথ আন্দোলন একটা পথ। পাশাপাশি মতাদর্শের ভিত্তিকে পোক্ত করার উদ্যোগ দরকার। ইতিহাস বলে ভয় বা ভীতিসৃষ্টিকারীরা চিরস্থায়ী হয়না। আন্দোলনের সামনে পিছু হঠতে বাধ্য তারা।

ধর্মঘটের সম্পর্কে প্রচার দরকার। আইনী অধিকার সম্পর্কেও প্রচার দরকার। এই সরকার আইনের বাইরে থেকে কাজ করছে। এগুলি সম্পর্কেও প্রচার দরকার। ভয়মুক্ত হয়েই লড়াই হোক আগামী দিনে।

অমর চ্যাটার্জী (ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি)ঃ আন্তরিক অভিনন্দন ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আপনাদের উদ্দীপনা আর মেজাজ আমাদের অভিভূত করেছে। আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের মধ্যে এমন সম্মেলন অভূতপূর্ব। এই সরকারের কার্যকলাপ মানুষও সহ্য করছেন না, তাঁরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদে রাস্তায় নামছেন। ১৯৭২-৭৭ আপনারা মোকাবিলা করেছেন। এবারো পারবেন। এই সন্ত্রাসের অবসান ঘটিয়ে বামফ্রন্ট ফের অধিষ্ঠিত হবে। আমাদেরও হয়েছিল। এখন শুধু মানুষকে নিয়ে চলা দরকার, তাদের শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা দরকার। আপনারা অবশ্যই পারবেন। আপনাদের পাশে ত্রিপুরা সহ সারা দেশের মানুষ রয়েছে। আপনারা যখনই ডাক দেবেন, তখনই আমরা পথে নেমে পড়বো।

তপন দাশগুপ্ত (কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি)ঃ অভিনন্দন জানাচ্ছি। মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন এই সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিই মূল শক্তি। আর্থিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে আপনারা আক্রান্ত। গোটা দেশের মধ্যে স্পেশাল ক্যাজুয়াল লিভ বন্ধ করা হয়েছে একমাত্র এই রাজ্যেই। বামফ্রন্ট সরকার যে শ্রমজীবীদের আন্দোলনের সত্যিই সহায়ক শক্তি ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে। এটা পাওনা। সুতরাং সচেতনভাবেই সরকার বাছাই করতে হবে সরকারী কর্মচারীদেরও। আপনাদের ৩৮ শতাংশ ডি এ বাকি। আমাদের দাবি ডি এ মার্জারের, সপ্তম পে-কমিশনের এফেক্ট নিয়ে। কিন্তু আপনাদের বকেয়া ডি এ-র দাবির আন্দোলনে আমরাও এক সাথে আছি, কারণ এখনকার রাজ্য সরকার ডি এ নির্ধারণের নীতিকেই অস্বীকার করছে। ডি এ কোনো দয়ার দান নয়, অধিকারের ফসল।

পি এফ আর ডি এ আইনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া হবে, কারণ এটা মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। এখানে শক্তিশালী লড়াই ছিল বলে এখনো চালু হতে পারেনি। কিন্তু অন্য রাজ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক লড়াই করেই জয়যুক্ত হওয়া যাবে। ধর্মঘট রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আবার করবেন, কারণ তাঁদের সংগ্রামী চেতনা হারিয়ে যায়নি বলেই আমি মনে করি। আসুন বাড়ি থেকেই আমরা আমাদের প্রচারের কাজ শুরু করি। সতর্ক থাকা দরকার, আমাদের পরিবারের কেউ যেন স্বৈরাচারী শক্তির সাথে না মিশে যায়। □

উৎসর্গ মিত্র, সুতপা হাজরা, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

প্রতিনিধি অধিবেশন

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে পরোয়ানা, নানাভাবে হেনস্থা করার ঘটনা, বদলি, সাসপেন্ড। এই অন্ধকার পরিস্থিতির উল্লেখ করেও বক্তারা দৃঢ় প্রত্যয়ে আশা ব্যক্ত করেন যে এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এ রাজ্যের জনগণের অংশ হিসাবে কর্মচারী সমাজকেও সমবেত হতে হবে সংগ্রামের ময়দানে।

সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনায় প্রতিনিধিরা বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংগঠন পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্বের ছিল না, কিন্তু সন্ত্রাস কবলিত জেলা ও ব্লকগুলিতেও সরকারী দপ্তরে কর্মচারীরা অসহনীয় চাপ এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মানসিক স্থৈর্য ও দৃঢ়তার অসামান্য নিদর্শন স্থাপন করে সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন, তাঁদের এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাই এই দারুণ আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নামে মহীরূহের মূলশক্তি হিসাবে কাজ করছে।

সরকার পরিবর্তনের পর তীব্র আক্রমণের মুখে সদস্য সংগ্রহে প্রাথমিক ভাবে সাময়িক ভাটা পড়লেও দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সমস্ত সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর জেলা-অঞ্চল-ব্লক সফরের মাধ্যমে কর্মী-নেতৃত্ব ও কর্মচারীদের যোগাযোগ আবার শুরু হওয়ায় ধীরে ধীরে কর্মচারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরেছে, যার প্রতিফলন পড়েছে সাংগঠনিক কাজকর্ম ও কর্মসূচীতে।

রাজ্য সম্মেলনের পূর্ববর্তী স্তরের সম্মেলনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে কর্মীদের মধ্যে। সন্ত্রাসের কারণে যেসব জায়গায় ব্লক সম্মেলন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, মহকুমা/জেলায় সম্মেলনে সেখানকার কর্মী কর্মচারীরা শামিল হয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। দেখা যাচ্ছে এই প্রতিকূলতার মধ্যে বহু মহিলা কর্মী অসমসাহসিকতায় এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একগুচ্ছ নবীন নেতৃত্বও উঠে আসছেন। এসবই সংগঠনের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

সদস্য সংগ্রহ হ্রাসের অন্যতম বড় কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে দপ্তরগুলিতে বিপুল শূন্যপদের উপস্থিতি। প্রবীণ কর্মচারীরা অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নিয়োগ না থাকার কারণে এবং স্থায়ী পদে চুক্তিতে নিয়োগ শুরু হওয়ায় সংগঠনের সদস্য সংখ্যায় তার প্রভাব পড়েছে। কিন্তু কর্মচারীর নিরিখে সদস্যের অনুপাত ধরে রাখার জন্য কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। কিন্তু তাতেই আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন এখনও যে ঘাটতি আছে তা পূরণে সংগঠনের সমস্ত স্তরের মধ্যে আরও সমন্বয় এবং পরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ও নিবিড় প্রচেষ্টা চালাতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। পরিস্থিতির ইতিবাচক দিকগুলি বিকশিত করার জন্য সংগঠনের মৌলিক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়াকেই এই সময়ের চাহিদাপূরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সংগঠনের অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন প্রবীণ নেতৃত্বের আত্মত্যাগী আদর্শের যোগ্য করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারি। তরুণ প্রজন্মের মানসিকতাকে ধারণ করার জন্য সংগঠনে আরও গতিময়তার সঞ্চার করার আকাঙ্খা পোষণ করেছেন কেউ কেউ। সাংগঠনিক কাজ পরিচালনায় উন্নত প্রযুক্তি বিশেষ করে ইন্টারনেটের ব্যবহারের প্রসঙ্গ আলোচনায় এনেছেন একাধিক প্রতিনিধি।

আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীর সাফল্যের উল্লেখ করেও প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র বিকশিত করার, অনুগামী সমাজের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে কোন্ ধরনের কর্মসূচীর জন্য কর্মচারীরা উন্মুখ তা অনুধাবন করে সময়োচিত শ্লোগান সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মঘটে কর্মচারী সমগ্র সমাজকে কিভাবে যুক্ত করা যায় সেকথা ভাবতে হবে। রেল শ্রমিকদের সংগঠনের সর্বভারতীয় স্তরে স্ট্রাইক ব্যালটে ৯৬ শতাংশ কর্মচারীর সমর্থনের কথা উল্লেখ করে বলা হয় এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রচারের ধারাকে কর্মচারীদের কাছে আরও মনোগ্রাহী করে তোলার প্রসঙ্গ এসেছে আলোচনায়।

সংগ্রামী হাতিয়ার প্রসঙ্গে ঃ সংগঠনের মুখপত্র নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা এসেছে সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনায়। সংগ্রামী হাতিয়ারকে আরও চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করার প্রসঙ্গ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংগ্রামী হাতিয়ার আর্কাইভ তৈরী করে মুখপত্রকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করার কথাও বলছেন কেউ কেউ কিন্তু বহু জেলা/অঞ্চলের পক্ষ থেকে সংগ্রামী হাতিয়ার সঠিক সময়ে বিতরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি স্বীকার করে বলা হয়েছে তাঁরা উদ্যোগ নিচ্ছেন কিভাবে এই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা যায়।

প্রতিনিধিদের বক্তব্যের পর খসড়া প্রস্তাবলীর ওপর প্রদীপ নাগ এবং আয়ব্যয়ের হিসাবের ওপর চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর জবাবী বক্তব্যের পর প্রতিনিধিদের বক্তব্যের ওপর জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। □

শাশ্বতী মজুমদার, সুতপা হাজরা

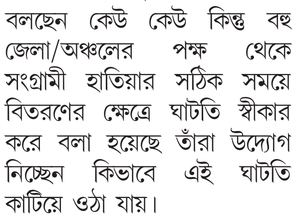

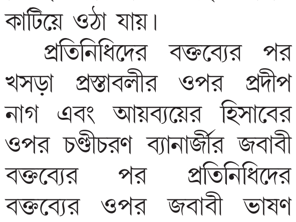

সম্মেলনের ছবিগুলি তুলেছেন ডাকু মিত্র, জ্যোতির্ময় দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

মহিলা প্রতিনিধি

সম্মেলনে উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিরা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

উদ্দীপনার সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষত, সন্ত্রাস কবলিত জেলার ব্লকগুলিতেও সম্পাদক সহ পদাধিকার নির্বাচিত হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে স্ব-স্ব দায়িত্ব প্রতিপালন করছেন। সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধি ও দর্শক হিসেবে ৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে চারজন সমিতির পক্ষ থেকে ও একজন জেলার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। বাণী মুখার্জী (প.ব. সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন) পরিস্থিতি ও সংগঠন, দেবলা মুখার্জী (ডব্লিউ বি এম ও এ) সংগঠন, (ও. বে. নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে) নিবেদিতা দাশগুপ্ত পরিস্থিতির উপর ও গীতা দে সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পক্ষে পরিস্থিতির উপর বক্তব্য রাখেন সমাপ্তি পণ্ডিত। সকল বক্তাই দক্ষতার সঙ্গে সুচারুভাবে পরিস্থিতি সহ সংগঠনের বিভিন্ন দিকগুলি তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন।

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারমধ্যে স্বেচ্ছাসেবিকা মোট ৪৭ জন খুবই দক্ষতার সাথে সমগ্র সম্মেলন পরিচালনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। মোট ১২টি উপসমিতির মাধ্যমে তাঁরা সম্মেলনের দিনগুলিতে নিজেদের সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজন ছেড়ে এমনকি শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে আন্তরিকতার সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দায়িত্ব প্রতিপালন করেছেন। সামগ্রিকভাবে জেলার বিভিন্ন স্তরের কর্মী নেতৃত্বের এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। পাশাপাশি সমগ্র মহিলা কর্মচারীসমাজকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আগামী দিনে সংগঠনকে সর্বস্তরে আরো দৃঢ় ও মজবুত করতে সাহায্য করবে। □

শাশ্বতী মজুমদার, সুতপা হাজরা, কুমকুম মিত্র

বিশেষ সংখ্যার প্রকাশনা

(দ্বাদশ পৃষ্ঠার পর)

প্রচারের ভাষা লিপিবদ্ধ করেছে তার রক্ত ঝরা পাতায়—তার আপন প্রচারপত্রে তথা মুখপত্রে। সেই পথ চলার ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রের দীর্ঘ চার দশক মাথা উঁচু করে যাত্রার সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরেছেন শুভাশীষ গুপ্ত।

জন্মশতবর্ষে উপনীত মেহনতী মানুষের আপনসাথী কমরেড জ্যোতি বসুকে নিয়ে কর্মচারী আন্দোলনে তাঁর শিক্ষকের ভূমিকা ওৎপ্রোতভাবে যুক্ত থাকার বিষয়টি আলোচনা করেছেন অজয় মুখোপাধ্যায়। প্রশাসক ছাড়াও অন্ধকারের দিনগুলিতে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিনগুলিতে গণতন্ত্রের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে কর্মচারী সমাজের আন্দোলনে তার উজ্জ্বল ভূমিকা পথ দেখাবে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র সেই সময়কার পুরানো কর্মচারী সমাজকে নয়, পাশাপাশি আজকের দিনের নতুন কর্মচারী সমাজকেও। সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল আবিষ্কার অজয় মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে।

সত্য আবিষ্কৃত হলেই সর্বজনীন হয় না। একটি নির্দিষ্ট সময় সংগ্রামের গতিপথের মধ্য দিয়েই ক্রমশ সর্বজনীন হতে থাকে। কিউবার বিপ্লব, আর্জেন্টিনার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ঘাতক বাহিনীর হাতে কমরেড চে-গুয়েভারার নৃশংস মৃত্যু। চিলিতে সি আই-এর গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিটারি ক্যু-দেতার ফলে নৃশংসভাবে নিহত জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সালভাদর আলেন্দে, সংগ্রামী মানুষের কবি পাবলো নেরুদা, লাতিন আমেরিকা জুড়ে এইরকম অসংখ্য ঘটনা সত্যকে তার নিজস্ব পথপরিক্রমায় আটকাতে পারেনি। কোনো কিছুই কখনো ধরে রাখতে পারেনি লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী ইতিহাসের নিজস্ব গতিপথের লক্ষ্যে চালিত সংগ্রামকে। না সন্ত্রাস, না হত্যা দিয়ে। এই ভাবনা এবং বিকল্প সাধনার রূপরেখা হাজির করেছেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়। যা আগামী দিনে সংগ্রামী পথ চলার ধ্রুবতারা হয়ে থাকবে।

পুঁজির মৃত্যুঘণ্টা না বাজলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তথ্য থেকে সত্যে উপনীত না হলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। আজকের দিনে পুঁজির সংসারে পুঁজির বিশ্বায়নে দেশের সীমারেখা অতিক্রম করেই বিশ্বায়িত লগ্নীপুঁজির অবাধ চলাচল তার গতিমুখ, তার করালগ্রাসের ধাবমানতা—তার তথ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা করেছেন অশোক চক্রবর্তী। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হিসাবে ভবিষ্যতের এই প্রসঙ্গে আলোচক, লেখকদের পথ দেখাবে। কোথাও লেখাটি বিক্ষিপ্ত পদচারণা মনে হয়নি। লেখার শিরোনাম এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। লেখাটি যথেষ্ট সংঘবদ্ধ এবং বর্তমান পুঁজির চলাচলের প্রাথমিক পাঠ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

অতীতের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ে ঘটে যাওয়া পুঁজি-মুনাফা- খোলাবাজারের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে বিপর্যস্ত জাতীয় জীবনের জলছবি। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার সন্ত্রাসের দ্বারা কবলিত, প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রকে গলা টিপে খুন করার প্রচেষ্টা বিপরীতে ধর্ষণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য। তার বিরুদ্ধে আক্রান্ত মানুষের সংঘবদ্ধ লড়াই, শ্রমিক কর্মচারীদের মিলিত আন্দোলনের ভূমিকা এই সংগ্রামের বিষয়গুলি উঠে এসেছে তিনটি প্রবন্ধে যথাক্রমে সমীর ভট্টাচার্য, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোজ কান্তি গুহের কলমে।

"মানুষকে মারে বন্দুক আর মানুষের মনকে মারে কলম" ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন সপক্ষে জনতার মতামত গঠনে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মুখোশ খুলে দিয়েছেন অঞ্জন বেরা তাঁর আলোচিত প্রবন্ধের মাধ্যমে।

যখন শুনি কোনো ছয় বছরের ছোট্ট ছেলে আমার আপনার দু-কান বধির করে শত হাতুড়ির ঘায়ে বুকের ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত করে অবলীলায় বলে চলেছে তার চোখের সামনে তার পরিবারের দাদু-দাদি-বাবা-মা-দিদির কচু কাটা হওয়ার নৃশংস কাহিনী ঘাতকবাহিনীর নায়ক নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। তাকেই আবার গুজরাটের সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের তখৎ-এ-তাউসে বসানোর কর্পোরেট চক্রান্ত সেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণায়, ধিক্কারে প্রচণ্ড বিক্ষোভে পবিত্র আক্রোশ দেওয়ালে দেওয়ালে এই জেনোসাইডের মৃত্যু পরোয়ানা লটকে দেওয়ার অধিকারের সপক্ষে কলম ধরেছেন সমুদ্র গুহ।

পুরানো কায়দার সাম্রাজ্যবাদ যখন তার শোষণ চালাতে অপারগ হয় তখন তার থেকে বাঁচার জন্য। নতুন কায়দা গ্রহণ করে। উপনিবেশ রূপান্তরিত হয় নয়া-উপনিবেশে। তাঁর বহুমুখী আগ্রাসীরূপ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধের বিশ্বায়ন সর্বত্র। আওয়াজ উঠেছে পৃথিবী জুড়ে আমরা ৯৯ শতাংশ ওরা ১ শতাংশ। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। দরকার এই বৃহত্তর সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের আদর্শগত সংগ্রামী চেতনার উত্তরণ। এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন সংগ্রামী বামপন্থার অন্যতম পথিকৃৎ সুকোমল সেন।

এছাড়া স্টাডি টিমের তথ্যের আয়নায় চার দশক ধরে সংগ্রামী হাতিয়ারের দৃপ্ত পদচারণা। তথ্য ও অনুসন্ধান বিভাগে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সম্পাদকমণ্ডলী এবং সংগ্রামী হাতিয়ার সম্পাদকমণ্ডলীর নামের তালিকা, বিগত তিন বছরের আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের সালতামামি এবং মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নিকট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ২১টি পত্রের সঙ্কলন সংযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পত্রাবলীর মাধ্যমে বর্তমান সরকারের শ্রেণী চরিত্র, কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী মনোভাব। এবং রাজ্য জুড়ে কর্মচারী সমাজের উপর নেমে আসা যাবতীয় আক্রমণের চেহারাকে তুলে ধরা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে সংগঠনের মতামত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

না সন্ত্রাস শেষ কথা নয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাহসী প্রত্যয় এই ধারায় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। অসংখ্য বহুরঙা সাদা কালো স্থিরচিত্রের সংযোগে। শুধু এরাজ্য কিংবা ভারতবর্ষ নয় গোটা পৃথিবী জুড়েই শ্রমজীবীদের উত্তাল প্রতিরোধ, দীপ্ত শপথ আর দৃপ্ত পদচারণার উজ্জ্বল সমাবেশ এই স্থিরচিত্রের বিষয়বস্তুতে।

শেষ পর্যায়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চতুর্থ প্রচ্ছদে সত্যজিৎ রায় কৃত নাজিম হিকমতের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদটি। এই কবিতা সঙ্কলনটি শুরু হয়েছে নাজিম হিকমতের লেখা তাঁর সংগ্রামী জীবনবোধের এই শব্দমালার সমষ্টির মধ্য দিয়ে।

"সেই শিল্পই খাটি শিল্প যার দর্পনে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংহতি, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়-পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সবকটি দিক। সেই হচ্ছে আসল শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না, কেবলই সত্যের প্রেরণা জোগায়।"

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যা এই ধারাবাহিকতারই উজ্জ্বল ফসল, সংগ্রামী দিক্‌নির্দেশক। □

প্রিয়ব্রত ভৌমিক, সুব্রত গুহ

রাজ্য সরকারের কাছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিবাদপত্র

মাননীয় প্রধান সচিব,
অর্থ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রদ্ধেয় মহাশয়,
পত্র নং - কো-অর্ডি-০৬/১৪

তারিখ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৫, ২০১৪

সম্প্রতি অর্থ বিভাগের পূর্বে প্রকাশিত আদেশনামা নং. ১০৬৭০-এফ তাং ১৬.১০.১৯৮৪'র পরিপ্রেক্ষিতে নবান্নে কর্মচারী সংগঠনের কোন ধরনের সভা-সমাবেশ বা মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা অর্থ বিভাগের ৮৪৩৬(পি) তাং ২৬.১১.২০১৩ আদেশনামাটি আমাদের নজরে এসেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে অর্থ বিভাগের ১৯৮৪ সালের আদেশনামায় টিফিন টাইমে সাংগঠনিক কাজকর্মের উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। প্রশাসনিক কিছু বাস্তবতার উপর কর্মচারী সংগঠনকে দায়বদ্ধ থাকার কথা বলা হয়েছিল।

যেকোনো কর্মচারী সংগঠনের পক্ষে টিফিন বিরতিতে কর্মচারীদের সঙ্গে সাংগঠনিক প্রয়োজনে যোগাযোগ, উদ্ভুত কোন বিষয়ের উপর সংগঠনের সদস্যদের তাৎক্ষনিকভাবে জ্ঞাত করান সহ কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে বা সামগ্রিক কর্মচারী স্বার্থে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যেকোন ধরনের সাময়িক সভা অনুষ্ঠিত করার ট্রেডইউনিয়ন অধিকার স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে এ রাজ্য সহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজ্য কর্মচারীরা ভোগ করে আসছেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি সংগঠন প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়ে, জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিতান্ত জরুরি প্রয়োজনেই টিফিন বিরতিতে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মসূচী প্রতিপালিত করে থাকে।

এ বিষয়ে আরও উল্লেখের প্রয়োজন যে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের মে মাসে সংগঠনগুলির সাথে যৌথ আলোচনায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পশ্চিমবঙ্গ (কর্তব্য, অধিকারসমূহ এবং দায়বদ্ধতা) বিধি, ১৯৮০ অনুযায়ী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাই অর্থ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এই আদেশনামা ঐ চিঠির পরিপন্থী।

স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান আদেশনামাটি ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের সমতুল। আমরা তাই আদেশনামাটির তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অতি দ্রুত আদেশটি বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।

আশাকরি সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করে আপনি দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ভবদীয়,
(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

মাননীয় যুগ্ম সচিব,
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রদ্ধেয় মহাশয়,
পত্র নং - কো-অর্ডি-০৫/১৪

তারিখ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৫, ২০১৪

সাম্প্রতিককালে বের করা ১২৩/১(১০) জে এস.(পি)/এফ অ্যান্ড এস, ২১.১১.২০১৩ তারিখের এক আদেশনামায় খাদ্য বিভাগের অভ্যন্তরে ও বাইরে টিফিন টাইমে কর্মচারী সংগঠনগুলির ট্রেড ইউনিয়ন কর্মসূচীগুলির উপর সরকারী কাজের অসুবিধার কথা বলে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন তা আমাদের নজরে এসেছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে টিফিন টাইমে কর্মচারীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ, উদ্ভুত কোন পরিস্থিতির উপর কর্মচারীদের তাৎক্ষনিকভাবে জ্ঞাত করান সহ কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে বা সামগ্রিক কর্মচারীদের স্বার্থে উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই যে কোন ধরনের সাময়িক সভা, শ্লোগান তোলা প্রভৃতি বিরতিকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত করার ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বজায় থাকবে বলে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাই আপনার এই আদেশনামা মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত আশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিসহ অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি সংগঠন প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়ে জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রক্ষা করে কর্মচারীদের নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনেই টিফিন বিরতির মধ্যে উল্লিখিত কর্মসূচীগুলি প্রতিপালন করে থাকে। সরকারী কাজে কর্মচারীদের দায়বদ্ধতাকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও এর অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভাবেই আপনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত আদেশনামাটি ট্রেড-ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের সামিল। আমরা এই আদেশনামাটির তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অতি দ্রুত এটিকে বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।

আশাকরি সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করে আপনি দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ভবদীয়,
(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

রাজ্য সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কমরেড ভবতোষ রায় নগরে (অশোক নগর) কমরেড চুনীলাল চক্রবর্তী মঞ্চ (শহীদ সদন)-এ। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শহীদ সদন সংলগ্ন শক্তি সাধনা ক্লাব ময়দানের সংস্কৃতি মঞ্চে সম্মেলনের তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচী। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫.৩০টা থেকে রাত্রি ৯টা অবধি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানসূচী

২৭-১২-২০১৩

১) উদ্বোধনী বক্তব্য
২) সংগীত ঃ অনুসূয়া সেন
৩) সংগীত ঃ পারমিতা মুখার্জী
৪) সংবর্ধনা ঃ পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫) নাটক ঃ প্রাণের মানুষ, নির্দেশনা ঃ রাজা গুহ, প্রযোজনা ঃ কালপুরুষ

২৮-১২-২০১৩

১) প্রারম্ভিক বক্তব্য
২) রবীন্দ্রসংগীত ঃ আদ্রিতা চক্রবর্তী (প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারী)
৩) সংগীত ঃ শুভেন্দু মাইতি ও তাপসী রায়চৌধুরী
৪) নাটক ঃ সম্রাট ও ভিক্ষুক, নাট্যকার ঃ বার্টল ব্রেখট, পরিচালনা ঃ সমুদ্র গুপ্ত, প্রযোজনা ঃ স্পন্দন নাট্য সংস্থা
৫) নাটক ঃ বন্দীশালার ডাক, নাট্যকার ঃ অমল রায়, পরিচালনা ঃ সমুদ্র গুহ, প্রযোজনা ঃ স্পন্দন নাট্য সংস্থা

২৯-১২-২০১৩

১) প্রারম্ভিক বক্তব্য
২) আবৃত্তি ঃ স্নেহা কুন্ডু ও ঈশিতা মিত্র (প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারী)
৩) নজরুলগীতি ঃ ময়ুরী ভট্টাচার্য। (প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারী)
৪) সংগীত ঃ স্মৃতিকণা দেব
৫) সংগীত ঃ স্বাগত দে
৬) নাটক ঃ রক্তকরবী, পরিচালনা ঃ নাট্যবন্ধু অশোক নগর।

এই সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন করে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মূলত স্থানীয় জনগণকে সুস্থ সংস্কৃতির স্বাদ দিতেই আবৃত্তি, নাচ, গান, নাটক সহ বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধির এই সংস্কৃতির রস-আস্বাদনের কোন উপায় নেই কারণ তারা প্রতিনিধি সম্মেলন আলোচনায় ব্যস্ত থাকবেন। তবে যে সংস্কৃতিতে তারা বিশ্বাস করেন, সেই সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম রসধারায় সিঞ্চিত জীবনবোধের সংস্কৃতিই এখানে পরিবেশিত হবে। মধ্যবিত্ত মানুষের সামনে যে বিশ্বায়ন নামিয়ে আনা হয়েছে তা মূলত তার অভিজ্ঞাতার বৈপরিত্যকেই উপস্থাপন করে। সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী বিশ্বায়নের সংস্কৃতিতে ব্রাত্য। তীব্র ভোগবাদের আক্রমণে বিশ্বায়ন বেপথু করতে চায় মানুষকে, তাই-তারা হাজার পসরা সাজিয়ে বসেছে পত্রপত্রিকা, মঞ্চ, দূরদর্শন বা চলচ্চিত্রে। এর বিপরীতে আমাদের সংস্কৃতি তার দেশজ শিকড়ে বহিঃবিশ্বকে আবাহনের যে ছবি তাই ফুটে ওঠে শ্রমজীবীদের সংস্কৃতিতে। সেই সংস্কৃতির মনোজ্ঞ পরিবেশন হবে এই সাংস্কৃতিক মঞ্চে। স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ তার স্বাদ আস্বাদন করে তৃপ্তি লাভ করবেন এই লক্ষ্যেই তাদের এ প্রয়াস বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক খগেন নাগ। সভাপতিত্ব করেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক সময় সদস্য ছিলেন বলে গর্ব অনুভব করেন। তিনি সংগঠনকে সংগ্রামের চলমান ধারা হিসাবে অভিহিত করেন। গতিহীন, উদ্দেশ্যহীন কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সংগঠনের বিপরীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি উজ্জ্বল ভূমিকা এবং এই সংগঠনের প্রবাহমানতা কখনো থেমে থাকে না তা স্মরণ করিয়ে দেন।

কালপুরুষ প্রযোজিত রাজা গুহ পরিচালিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সামনে রেখে 'প্রাণের মানুষ' নাটকটি পরিবেশন করেন। নিজস্ব জমি থেকে উচ্ছেদ, জমির হাঙরদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর প্রতিরোধ তার উজ্জ্বল কাহিনী, প্রতিরোধের চেতনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাদর্শ এই নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এই চলমানতা যান্ত্রিকতা ঘেরাটোপে আটকে গিয়ে গতিরুদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয়দিনে শুভেন্দু মাইতি অনন্য। তিনি এখন আর গান করেন না। কিন্তু রাজ্য

(অষ্টম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
42nd Year 9th Issue, January 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

বিশাল প্রকাশ্য সমাবেশ

প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ (ইনসেটে বক্তা প্রণব চট্টোপাধ্যায়)

সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩, শক্তি সাধনা ক্লাব ময়দানে বেলা ২.০০ থেকে শুরু হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের নব-নির্বাচিত সভাপতি অশোক পাত্র। এরপর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ নবনির্বাচিত পদাধিকারী সহ সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করার পর সমগ্র সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন। প্রকাশ্য সমাবেশের মূল বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব চট্টোপাধায়।

পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনগণের নিবিড় যোগাযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে আমাদের সংগঠনের ১৩ জন নেতৃত্বকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ৩১১(২)(গ) ধারায় বরখাস্ত করা হলে সেই বরখাস্তের প্রতিবাদে ১৩ অক্টোবর ১৯৭১ সারা পশ্চিমবাংলা ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই ধর্মঘটকে সমর্থন করার অপরাধে কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীদের চক্রান্তে দক্ষিণদাড়ি বস্তি ভস্মীভূত হয়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় দুটি শিশু ও এক বৃদ্ধার। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে যখন ধর্মঘট প্রতিপালিত হচ্ছে তখন সেই ধর্মঘটকে সমর্থন করতে গিয়ে উত্তর বঙ্গের রায়গঞ্জের ছাত্র নেতা কমরেড স্বরাজ সাহা খুন হয়ে যান। রাজ্যের রাজ্য সরকারী আন্দোলন তাই জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং একই সঙ্গে দায়বদ্ধও কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মনে করে সরকারের জনস্বার্থবাহী কাজগুলি রূপায়ণের মাধ্যম হিসেবেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মানুষ দেখেন। তাই জন্মলগ্ন থেকেই কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার পাশাপাশি কর্মচারীদের কাছে জনস্বার্থবাহী কর্মসূচী রূপায়ণে যথাযথ ভূমিকা প্রতিপালনের আহ্বানকে প্রচার

(নবম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

জননেতা কমরেড জ্যোতি বসুকে তাঁর জন্মশতবর্ষে স্মরণ করল সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জ্যোতি বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর সাম্মানিক সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জননেতা কমরেড জ্যোতি বসুর বৈচিত্রে ভরা সংগ্রামী জীবনের কথা উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "জ্যোতি বসু ছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রেরণা"। সংগঠন নবপর্যায়ে গড়ে ওঠার সময়ে অভিভাবকের মতো কমরেড

কমরেড জ্যোতি বসু স্মরণে বক্তব্য রাখছেন অজয় মুখোপাধ্যায়

জ্যোতি বসু পাশে ছিলেন একথা স্মরণ করে তিনি বলেন বিরোধী নেতা হিসাবে "বিধানসভার অভ্যন্তরে সরকারী কর্মচারীদের দাবির পক্ষে জ্যোতি বসুর বজ্রগর্ভ কণ্ঠের বক্তব্য ভোলা যাবে না।" ৬৭ এবং ৬৯ সালের দুবার যুক্তফ্রন্টের সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান এবং ৭৭-২০০০ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের স্বীকৃতি প্রদান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে কমরেড জ্যোতি বসুর কর্মচারীদের প্রতি দরদী দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করিয়ে দেন, কমরেড জ্যোতি বসু বারবার বলতেন ধর্মঘটের অধিকারকে আপনারা কখনই ছেড়ে দেবেন না। এমনকি আমাদের কাছেও নয়।

রাজ্য সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সংবাদ একাদশ পৃষ্ঠায়

প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র

সপ্তদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কমরেড ভবতোষ রায় নগর (অশোকনগর) উত্তর ২৪ পরগণায়। ঐতিহ্য বজায় রেখেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিবারের মত প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের আয়োজন করেছিল। পুস্তক বিপণন কেন্দ্রটি উৎসর্গ করা হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রয়াত কমরেড অজয় মল্লিকের নামে। এই বিপণন কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন সংগঠনের মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক সংগঠনের প্রবীণ নেতা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

(অষ্টম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রে ভিড় করেছেন প্রতিনিধিরা

সংগ্রামী হাতিয়ার বিশেষ সম্মেলন সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠান

আমাদের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার চল্লিশ বছর অতিক্রম করল। নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহের উত্তাল সময়ের দীর্ঘ চল্লিশ বছর জুড়ে একটা অধ্যায়—কখনো নতজানু নয়, মাথা উঁচু করে আমরা পেরিয়ে আসতে দেখলাম আমাদের সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারকে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলনকে ঘিরে সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ এই ধারাবাহিকতার পথ ধরেই।

পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি তাঁর হাতে তুলে দেন পত্রিকার সম্পাদক অশোক চক্রবর্তী। বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের দিনটি ছিল ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩।

আগুন রাঙা প্রচ্ছদ তো আসলে আমাদের অভ্যন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা শ্রেণী ঘৃণার আগুন। আর সেই আগুন কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনের মধ্যে মশাল হয়ে পথ দেখাচ্ছে সংগ্রামী সংগঠনকে। সন্নিবিষ্ট দশটি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে তার

সংগ্রামী হাতিয়ার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা করছেন অজয় মুখোপাধ্যায়, পাশে অশোক চক্রবর্তী

প্রকাশনার অনুষ্ঠানটি এই ধারাবাহিকতাকেই সংগ্রামী মানসিকতার দিকে আরও এক কদম এগিয়ে দিল। বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, বলা যেতে পারে যে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের যে ক'জন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদেরই একজন, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অজয় মুখোপাধ্যায়।

দিকনির্দেশ।

ইতিহাসের নিজস্ব ধারায় শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত শোষণ, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তার নতুন জীবনের স্বপ্নকে রূপ দিতে সংগঠিত হয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, প্রতিরোধ করেছে, কখনো কখনো প্রতিরোধের সীমানা ভেঙে প্রতি-আক্রমণে গিয়েছে এই ধাবমানতাকেই প্রচার করেছে,

(একাদশ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনে নির্বাচিত পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি
অশোক পাত্র
সহসভাপতি
চুনীলাল মুখার্জী
চন্দন ঘোষ
কৃষ্ণা বসু
সাধারণ সম্পাদক
মনোজ কান্তি গুহ
যুগ্ম সম্পাদক
অসিত কুমার ভট্টাচার্য
সহ সম্পাদক
বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী
বিজয় শঙ্কর সিনহা
দপ্তর সম্পাদক
গোপাল পাঠক
কোষাধ্যক্ষ
প্রদীপ ঘোষ
কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য
মনোজ কান্তি গুহ
অসিত কুমার ভট্টাচার্য
বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী
বিজয় শঙ্কর সিনহা
গোপাল পাঠক
প্রদীপ ঘোষ
অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুমিত ভট্টাচার্য (সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার)
মানস কুমার বড়ুয়া (সহযোগী সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার)
প্রভঞ্জন ঘোষ
বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী
দেবাশিস মিত্র
মানস দাস
দেবব্রত রায়
সুনির্মল রায়
আশিস ভট্টাচার্য
সুতপা হাজরা
লিটন পান্ডে
আমন্ত্রিত সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য
অশোক পাত্র
চুনীলাল মুখার্জী
চন্দন ঘোষ
কৃষ্ণা বসু
শিখা মুখার্জী
প্রদীপ নাগ
প্রবীর মুখার্জী
চন্ডীচরণ ব্যানার্জী

কেন্দ্রীয় কমিটির কো-অপট্ সদস্য

কর্মরত ঃ চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন পাল, দেবাশিস মিত্র, অসিত রায়, প্রণব কর, অনুপ বিশ্বাস, প্রশান্ত সাহা।

অবসরপ্রাপ্ত ঃ স্মরজিৎ রায়চৌধুরী, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চক্রবর্তী, জয়দেব বক্সী, অচিন্ত বিশ্বাস, ছবি ঘাটা হালদার।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।